রামোদ্বাহ নাটক।

অর্থাৎ

শ্রীরামের সহিত সীতারবিবাহ বর্ণন।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

—ঃ০ঃ—

"গৃহ্লাতি সাধুরপরস্য গুণান্নদোষান্।
দোষান্বিত গুণিগুণান্ পরিহায়দোষান্॥
বালস্তনাং পিবতি দুগ্ধ মসৃগ্বিহায়।
ত্যক্তা পয়ো রুধির মেব ন কিংজলোকাঃ"॥

শ্রীরামপুর।

আলফ্রেড যন্ত্রে

শ্রী [illegible]নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত

এবং প্রকাশিত।

সন ১২৮১সাল।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ গণ।

দশরথ	... ...	অযোধ্যার রাজা।
জনক	... .	মিথিলার রাজা।
রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন	... ...	রাজা দশরথের পুত্রচতুষ্টয়।
বিশ্বামিত্র নারদ ভৃগুরাম	... ..	মুনিত্রয়।
বশিষ্ঠ	... ...	দশরথের প্রিয় পণ্ডিত ও পুরোহিত।
শতানন্দ	... ...	জনক পুরোহিত।
কুশধ্বজ	.. ...	জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
বিদূষক	... ...	পেটুক ব্রাহ্মণ।
ইন্দ্র	... ...	দেবরাজ।
চন্দ্র	... ...	নিশানাথ।
তিনকড়ি	... ...	অযোধ্যার পরামাণিক।
ভজহরি	... .	মিথিলার ঐ
বেনারাম	... ...	ঐ ভৃত্য।
নট	... ...	সূত্রধার।

কএক জন ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য, নাগরিক, প্রতিহারী, নাবিক, সুমন্ত্র, রাজকুমারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

কৌশল্যা	... ...	রাজা দশরথের স্ত্রী।
রাণী	... ...	জনকের স্ত্রী।
সীতা, ঊর্ম্মিলা	... ...	জনক-কন্যা-দ্বয়।
চিত্রা, বিচিত্রা	... ...	সীতার সখী-দ্বয়।
মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি	... ...	কুশধ্বজ কন্যা-দ্বয়।
কামিনী	...	কৌশল্যার দাসী।
মালতী	.. .	কৌশল্যার সখী।
বিনোদিনী, কুসুমকামিনী	... ...	মিথিলার প্রতিবাসিনী বধু-দ্বয়।
কমলা, বিমলা	... ...	মিথিলার প্রতিবাসিনী কন্যা-দ্বয়।
উর্ব্বশী, মেনকা	... ..	স্বর্গ নর্ত্তকী-দ্বয়।
দাসী	..	রাণীর দাসী।
নাপ্তেঝি	.. .	তিনকড়ির স্ত্রী ও রাণীর দাসী।
নটী	... ...	সূত্রধারিণী।

অহল্যা, পুরস্ত্রীগণ ইত্যাদি।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাং ভদ্রেশ্বর।

সন ১২৮০ সাল ইং ১৮৭৪ সাল।

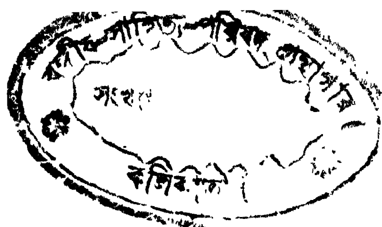
বিজ্ঞাপন।



মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের মধ্যে রামোদ্বাহ ইহার একটী অংশ। অধুনা মানব মণ্ডলীর মনোরঞ্জন কাব্যরস, আদিরস, করুণারস ব্যতীত প্রায় আর কিছুতে হওয়া অতি বিরল। হে গুণগ্রাহী পাঠক গণ! আমি এই "রামোদ্বাহ" পুস্তকখানি বহু পরিশ্রম সহকারে বিবিধ রসে নাটকাকারে রচনা করিয়া আপনাদিগের একটী বিপদ ভাজন হইলাম। কেননা অংশটী অচির প্রকাশ; তাহে আমি রচয়িতা? ইহাতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আপনাদিগের কতদূর প্রীতিভাজন হইব তাহা কথনাতীত? কেবল, (গৃহ্ণন্তি গুণিনো গুণান্) অর্থাৎ গুণিগণেরা গ্রন্থের গুণভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমি এই সাহসাবলম্বন করিয়া, উক্ত গ্রন্থ প্রচার পূর্ব্বক মহোদয়দিগের কোমল কর কমলে অর্পণ করিতেছি। যদিয় চ আমি রচয়িতায় প্রৌণ শক্তি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম, তথাপি আপনারা অকিঞ্চনের প্রতি অনুকম্পাক্ষি বিতরণ করিয়া আদ্য পান্ত পাঠ করিলে আমার অভীপ্সিত শ্রমের সফলতা হয়। কিমধিক মিতি।—

ভদ্রেশ্বর, ১২৮০।
৩০ মাঘ।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।



উপহার।

—ooo—

শ্রীমন্মহাগুণালঙ্কৃতা কাশীমবাজারেশ্বরী শ্রীমতী
মহারাণী স্বর্ণময়ী।
বহুজন প্রতিপালিকা আশ্রয় দানেষু।

মাতঃ!—

আমি এই "রামোদ্বাহ নাটক, খানি বহু পরিশ্রম সহকারে রচনা করিয়া আপনার কর কমলে অর্পন করিলাম। যে শিবানীর কণ্ঠদেশে নানা সুকান্তি বিশিষ্টা অয়স্কান্ত ও নীলকান্তমনি মালায় শোভনীয় হয়। কখনং দুর্গন্ধা নর শিরঃ মালা করে খচিতা হইয়া আরো শোভিতা হইয়া থাকে। আমার কেবল এই ভরসা মাত্র?

সং ২ বৈশাখ }
সন ১২৮১। }

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং ভদ্রেশ্বর।

April, 14th }
1874. }

SOORENDRO NAUTH BANERJEE
Bhudesser.

অসদ্ভিরারোপিত দূষণাপি ন শুক্তি

রার্য্যেরবধির্য্যতে মে।

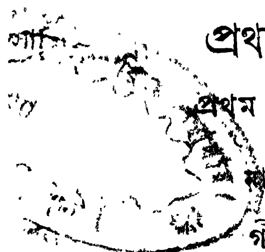
পীতোজ্ঝিতাংরাহু মুখেন চান্দ্রীং ন কিং

শুধাংনাকজুবোজুষন্তে"।





রামোদ্বাহনাটক।





প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নান্দী।

গীত।

রাগিণী বেহাগ তাল আড়া ঠেকা।

আমি দীন অভাজন। এভব যন্ত্রনা আমার-কে করে
ভঞ্জন ॥
ওহে দয়াময় হরি, কবে দুখ পরিহরি,
লও এযাতনা হরি, প্রভু নিরঞ্জন।
প্রাণে আর-কত সব, হয়ে আছি যেন শব,
হেরে হে কেশব সব, ভুবন রঞ্জন ॥

(পটক্ষেপন।)

(নটের প্রবেশ ।)



(চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া)

নট। আহা! অদ্য কি সভার শোভা হইয়াছে, কিয়ৎক্ষণ এতাদৃশ সভার শোভা সন্দর্শন করিয়া কাহার না অন্তরাত্মা আনন্দ সলিলে প্লাবিত হয়। কত শত গুণী গণাগ্রগণ্য মহোদয় গণ এস্থলে উপবেশন করিয়াছেন। অতএব মহোদয় গণের মনোরঞ্জন করিবার জন্য, একবার আমার প্রিয়সীকে ডাকিয়া কোন অভিনয় করলে ভাল হয়না? তাই ভাল, একবার প্রিয়াকে ডাকা যাগ। (উচ্চ স্বরে) প্রিয়ে! একবার মৎসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হও। (কিঞ্চিত নিস্তব্ধ থাকিয়া) কৈ; প্রিয়সীকে যে এখনো দেক্‌তে পাচ্চিনা?

গীত।

রাগিণী পাহাড়ী তাল আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণ প্রিয়ে, আসি দেখা দাও হে।

নিরন্তর ডাকি তোমায়, মম প্রতি চাও হে॥
আসিয়ে সভারি স্থানে, তোষ সবে গুণ গানে,
নানা রাগ রাগিনী তানে, সুললিত গাও হে।
শুনিলে তোমার গীত, সকলে হইবে প্রীত,
না ভাবিয়ে হিতাহিত, সভা ধামে ধাওহে॥

দেখি, আর একবার ডাকি (অত্যুচ্চস্বরে) প্রিয়সী-ই-ই-ই

গীত সম্বলিত নটীর প্রবেশ।

রাগিণী পিলু তাল জৎ।

আজি কেন প্রাণনাথ ডাকিলে হে বলনা।
কিভাবে অভাব তব প্রকাশ করনা॥
কুসুম চয়নেবনে, ছিলাম হরিষ মনে,
কোকিলে কুহুক গানে, বলে দ্রিম তানা নানা।
পরে সরবর কুলে, মালা গাঁথি নানা ফুলে,
সকলি যাইয়ে ভুলে, হয়ে ছিলাম মগনা॥

নাথ! আমায় এত উচ্চস্বরে ডাকৃচেন কেন, আমি এতক্ষণ কুসুম চয়নে উদ্যানে গিয়াছিলাম তথায় কুসুম গুলি একত্রিত করিয়া, মালা গ্রন্থন করিতে ছিলাম, আর সুমধুর কোকিলের কুহু২ রব শুনিয়া আমার মন—

অধৈর্য্য হইয়াছিল, হৃদয় বল্লভ! আপনি আমার এমন সুখের সময় কি জন্য আহ্বান কর্‌লেন?

নট—প্রিয়সী যদিও তোমার——(নিস্তব্ধ)

নটী—জীবিতেশ্বর, কোন উত্তর প্রদান করিলেন না? বোধ হয় আপনকার চরণে অপরাধি থাকিব।

নট—না প্রিয়ে তা নয়। বলি যদিয়চ তোমার কোকিলের কুহুরব শ্রবনে ও কুসুম গ্রন্থনে মনোরঞ্জন হইয়াছিল। তথাপি এই সভার সমস্ত মহোদয়গণ তোমার কোমল কণ্ঠের সংগীত শ্রবনে-ঔৎসুক্যঃ অতএব গুণী-গণের চিত্ত রঞ্জন করিলে, তোমার কি তদতিরিক্ত সুখ সম্ভোগ হয় না?

নটী—সত্য, আপনি যাহা জ্ঞাত করিলেন, কিন্তু আমি অবলা বালা হইয়া কি প্রকারে মহোদয়গণের মনোরঞ্জন-করিব।

নট—কেন! তাহাতে তোমার ভয় কি?

নটী—ভয় আর কি? যাঁহাদিগের গুণ গ্রাম সিন্ধুর সহিত তুলনা হয় না তাঁহাদিগের সম্মুখে

আমি কিরূপে অভিনয় করিতে সাহসিকা হই।

নট—তুমি যাহা চিন্তা করিতেছ তাহা দূরীকরণ কর; জাননা যে "গুণী গুণং বেত্তিন বেত্তি নির্গুনঃ"।

নটী—তবে কি, অভিনয় করি?

নট—রামোদ্বাহ নামে যে এক অভিনব নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অভিনয় কল্লে ভাল হয় না? বোধহয় তোমার মুখে শ্রবণ করিলে অতি সুশ্রাব্য হইবে।

নটী—নাথ! আমার মুখে যত শুদ্ধ হউক না হউক অশুদ্ধই অধিক।

নট—হা হা-হা—হাস্য

"জিহ্বা টলতি ধীরস্য পাদ স্খলতি হস্তিনঃ।
ভীম স্যাপি রণে ভঙ্গো মুণীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥"

(উভয়ের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

ঐক্যতান বাদন।



প্রথমাঙ্ক।

—০০০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(প্রস্তাবনা অযোধ্যাটবী)

(মূর্চ্ছিত বিশ্বামিত্র ঋষি ও শ্রীরামচন্দ্র আসীন)

(এক পার্শে পাষাণ ময়ী অহল্যা পতিতা)

রাম—গুরো! আর কত পথ আছে? এইত তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছি; আপনি ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মিথিলা নগরীতে এই পথিযোগে আমরা তৃতীয় দিবসের মধ্যে উত্তীর্ণ হইব।

(উত্তমরূপ নিরীক্ষণ করিয়া)

একি গুরু আমার অচৈতন্যাবস্থায় আছেন নাকি!

(নেপথ্যাভিমুখ হইয়া)

কোথায় হে ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ!

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ—(কৃতাঞ্জলী পুটে) আর্য্য আমাকে আপনি ডাকৃছিলেন কেন, আমি এতক্ষণ শরাসনে শর যোজনা করিয়া চতুর্দ্দিক

রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ছিলাম! এক্ষণে আপনকার অনুমতি কি?

রাম—এক্ষণে ত্বরায় কিঞ্চিৎ বারি আনয়ন করিয়া গুরু দেবকে চৈতণ্য কর?

লক্ষ্মণের প্রস্থান।

রাম—(স্বগত) তাইত গুরু অচৈতন্য হলেন কেন! বোধ হয় ধনুর্নির্ণাদে এতদবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

(একপাত্র বারি হস্তে লক্ষ্মণের প্রবেশ)

(বিশ্বামিত্র ঋষির আননে দিয়া একপার্শে দণ্ডায় মান)

(চৈতন্য পাইলে পর)

বিশ্বা—(ধীরে২) তাড়কা- কি-ব-ধ-হইয়াছে?

রাম।—আজ্ঞা হ্যাঁ প্রভো।

বিশ্বা— "প্রজাং সংরক্ষতি নৃপঃ সার্বর্দ্ধয়তি পার্থিবং। বর্দ্ধনা দ্রক্ষণং শ্রেয় স্তদ- ভাবে সদপ্যসৎ"।

কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

রাম—আজ্ঞা আমার সাধ্য কি, কেবল আপন- কার শ্রীচরণ প্রসাদৎ—।

বিশ্বা—(গাত্রত্থান পূর্ব্বক সাহ্লাদে) চল, তাড়কা নিশাচরীকে সন্দর্শন করি ?

রাম—মাহাশয় আপনার দর্শনের প্রয়োজন নাই।

বিশ্বা—আচ্ছা বৎস!

রাম—আস্থন তবে আশু অটবী অতিক্রম করিয়া মিথিলা নগরীতে গমন করি।

বিশ্বা—(নিস্তব্ধ)

লক্ষ্ম—আর্য্য! আমার বোধহয় নিঃসং-শয়িত মহর্ষির এখনো উৎকণ্ঠা উন্মূলিত হয় নাই।

বশ্ব।—(সলজ্জিতে) "স্বকার্য্য মুর্দ্ধরেৎ প্রাজ্ঞ কার্য্য ধ্বংসেচ মুর্খতা" চল! ঐ অনতি-দূরে যে কানন অবলোকন হইতেছে, উহা গৌতম মুনির আশ্রম। ঐখানে অহল্যা নাম্নী তাহার ভার্য্যা পাষাণ ময়ী হইয়া পতিতা আছেন।

(শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র ঋষির পাষাণ ময়ী অহল্যার নিকট উপস্থিত)

রাম—ঋষিবর! ইনি পাষাণ ময়ী কি জন্য ?

বিশ্বা—পূর্ব্বেতে বিধাতা যত রমণী সৃষ্টি করিয়া-

ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ইনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা গৌতম ঋষি ইহাঁর পাণি গ্রহন করেন ; তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ঋষিবরের প্রিয় শিষ্য হইয়া তপোবনে পাঠাধ্যায়ন করিতেন। একদা মহর্ষি তপস্যায় গমন করিলে পর, ইন্দ্র গৌতমের বেশ ধারণ পূর্ব্বক গুরু-পত্নী সহ বিহার করিয়াছিলেন।

রাম—উঃ কি ভয়ানক কার্য্য, তারপর।

বিশ্বা—তারপর ঋষিবর ধ্যান যোগে শিষ্যের এতদ্রূপ কুৎসিৎ আচরণ জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে যোনি কলেবর ও অহল্যাকে পাষাণময়ী হইতে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্ম—আর্য্য! পূর্ব্বে দেবতাদিগের এরূপ ভয়ানক কদর্য্য কার্য্য ছিল, এক্ষণে সামান্য মানব মণ্ডলীর মধ্যে ইহা অসম্ভাবিত নহে।

রাম—ভ্রাতঃ! সত্য বটে।

বিশ্বা—রাম চন্দ্র! তুমি অহল্যার শিরে পদার্পণ কর?

লক্ষ্ম—গুরু! উনি যে ব্রাহ্মণী?

বিশ্বা—এক্ষণে উনি পাষাণী, কোন ক্ষতি নাই। (রামের প্রতি) রাম ত্বরায় পাষাণ ময়ীর মস্তকে পদক্ষেপ কর?

রাম—যে আজ্ঞা। (অহল্যার শিরে চরণার্পণ)

(অহল্যা মানবী হইয়া কৃতাঞ্জলী পুটে)

—ঃ○ঃ—

গীত।

(রাগিণী লুম ঝিঁঝিট তাল আড়া)

হরি কি মায়া তোমার। শ্রীপদ পঙ্কজাশ্রয়ে তরি পারাবার॥ ধরিয়ে মানব কায়া, দিলে মোরে পদ ছায়া, তরালে গৌতম জায়া, হয়ে কর্ণধার। দুর্ম্মতি শ্বশুর বলে, মম ভর্ত্তৃ কোপানলে, ছিলাম ধরণী তলে, পাষাণ আকার। উদ্ধার করিতে নারী, এসেছিলে চক্রধারী অপার জলধি বারি, হই পারে পার॥

(প্রস্থান)

রাম—(বিশ্বা মিত্রের প্রতি) পরে দেবরাজ ইন্দ্রের কিরূপে শাপ বিমোচন হইল?

বিশ্বা—তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া " সেও তোমার কৃপায়" সহস্র লোচন প্রাপ্ত

হইয়াছেন। (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া) চল! এক্ষণে ভাগীরথী তীরে যাই?

রাম—আজ্ঞা চলুন!

শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র মুনির ভাগীরথীর কুলে উপস্থিত।

(এক জন নাবিকের প্রবেশ)

নাবি—আজকে কৈ কাকেওত দেকতে পাচ্চি না! আনাদিন কত লোক এতক্ষণ পার হয়ে যেতো।

(বিশ্বামিত্র মুনিকে নিকটাগত দেখিয়া)

(হায় আজ বুজি মুনির কোপে ভষ্ম হতে হলো!)

(বেগে পলায়ন)

বিশ্বা—ওরে দুরাচার, কোথা গেলিঃশীঘ্র আয়!

নেপথ্যে—ঐগো।

বিশ্বা—আয়! না এলে এখনি ভস্মসাৎ করিব।

(নাবিকের প্রবেশ)

নাবি—(স্বগত) যা ভেবে ছিলুম, তাই বা হত্তে হয়! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা কি হুকুম করেন। (কম্পবান)

বিশ্বা—ওকি কাঁপচ্চিস্ কেন, শীঘ্র নৌকা আনয়ন করনা?

নাবি আমার নৌকাটা বড় রদ্দি হয়েচে আর অনেক ছেঁদা আচে, যদি নিত্তন্তই পারে যান, তবে চলুন কাঁদে কোরে পারে দিয়ে আসি। (স্বগত) কি জানি যদি তিনটে মানুষের ভরে, আমার নৌকোটী বুড়ে যায়! আবার একটা ভয় হয় যদি আমার নৌকোটী মানুষ হয়েযায়, তাহলে আমি পেট্‌ টালব কি করে!

বিশ্বা—আয়না! ঐ জীর্ণ নৌকাই নিয়ে আয়?

নাবি—যদি হিঁ হিঁ হিঁ আমার নৌক মানুষ হয়।

বিশ্বা—আরে মোল! এটা কোথাকার ভূত। (হাস্য)

নাবি—কোন দেবতা যদি শাপ পেয়ে নৌকো হয়ে থাকে, তাহলে আমার উপায় (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধের পর) বলি মসাই ঐ আপনার সঙগে যে কালা ঠাকুরটী আছেন; উনি পা দিলেই সব মানুষ হয়ে যায়। তাই যদি আমার লাখানি মানুষ হয়।

বিশ্বা—(তাড়না পূর্ব্বক) যা! শীঘ্র নৌকা আনয়ন কর।

নাবি—(কোন উপায় না দেখিয়া) আপনি যাই বলেন আর যাই করেন, কিন্তু(রামেরদিগে লক্ষ করিয়া) ঐ ছেলেটীর পা যেন আল্-গোচে থাকে ?

বিশ্বা—আচ্ছা তাই থাক্‌বে।

(নাবিকের প্রস্থান ও নৌকালইয়া পুনঃ প্রবেশ)

নাবি—আসুন, সকলে ভাল হয়ে বসুন, নড়্‌বেন না, শিগ্‌গির পার কোরে দেবো। (স্বগত) দিলিই বাঁচি।

(সকলের নৌকারোহণ) (পার হইলে পর)

(রাম লক্ষ্মণের প্রতি)

রাম—ভাই নাবিকৃটে কি মূঢ় ?

(উভয়ের হাস্য)

লক্ষ্ম—আপনি একবার ঐ নাবিকের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাবিতরণ করুন।

রাম—ভ্রাতঃ! তা আর আমাকে বল্‌তে হবেনা ; মূঢ় মানব গণকে জ্ঞান প্রদান করিবার নিমিত্তই আমার অবনী মণ্ডলে আবির্ভাব হইয়াছে।

(শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র মুনির তরণী হইতে

অবতীর্ণ হইয়া গমন, ও তৎকালীন তরী স্মুবর্ণ ময়ী হয়।)

নাবি—তাইত! এঁরা কোথা গেলেন, কাউকে যে দেকৃতে পাইনে; নৌকো খ্যানা আমার দেকৃতে২ রাঙ্গা হলো কেন!

(সকলের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

ইতি প্রথমাঙ্ক।



দ্বিতীয়াঙ্ক।



(প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

মিথিলা—রাজ নিকেতন।

(জনক—আসীন।)

জনক—(স্বগত) আমার কন্যা সীতা দেবী, বিবাহের ত উপযুক্তা হয়েছেন; কি করি, যোগ্য পাত্রই বা কোথা পাই! কন্যা যে রূপ রূপ লাবণ্য শালিনী ও অসামান্য গুণবতী তাহা একাননে বর্ণনাতীত। অতএব যে বরপাত্র কন্যার সদৃশ হইবে, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া আমি জন সমাজে বিশেষ আদরণীয় হইব। কন্যাও উপযুক্ত স্বামী লাভ করিলে আমার প্রতি সাতিশয় আহ্লাদিতা থাকিবেন। (অনেক্ষণ চিন্তার পর) "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" বিধাতা উপযুক্ত পাত্র অবশ্যই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

(অধোবদনে চিন্তা)

(ধনুক হস্তে ভৃগু রামের প্রবেশ)

আস্তাজ্ঞা হোগ মহাশয়! প্রণাম হই। (প্রণাম)

ভৃগু—কল্যাণমস্তু।

জন—কোথা রে কেনারাম, শিগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয় দিকিন—

নেপথ্যে—এঁজ্ঞে মুই যাচ্চি।

(এক বারি পাত্র হস্তে কেনারাম ভৃত্যের প্রবেশ)

কেনা—এই ন্যেন্ মুসুই। (বারি প্রদান ও প্রস্থান)

জন—কৈ দে? (স্বহস্তে ভৃগুরামের চরণ প্রক্ষালন করিয়া) অপনি আসনোপরি উপবেশন করুণ।

ভৃগু—(উপবেশনান্তর) মহারাজ! আপনাকে মৌনাবলম্বন দেখিতেছি কেন?

জন—মহাশয়! আর কিছু নয়; কেবল আমার দুহিতা বিবাহের উপযুক্তা হয়েছেন, সেই কারণেই আমার বিশেষ চিন্তা।

ভৃগু—তার আর চিন্তা কি? "যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্"।

জন—তা ত বটেই কিন্তু এই একটা শঙ্কাহয়, যদি অপাত্রে পড়ে!

ভৃগু—সে চিন্তাতে আর প্রয়োজন নাই। আমি যে হর দত্ত কোদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাকে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দাও? যে কোন বীর পুরুষ আসিয়া ইহাকে ভগ্ন করিতে পারিবেক, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখুন?

জন—যে আজ্ঞা মহাশয়। তা হলে ত সকল চিন্তা হইতে পরিত্রাণ পাই।

ভৃগু—এই নাও, ধনুক যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিন (ধনুক স্থাপন)

জন—(উত্তম রূপে ধনুক নিরীক্ষণ করিয়া) মহাশয়! ভগ্ন দূরে থাকুক কিন্তু এধনুকে গুণ যোজনা করিতে মহামণ্ডলে ত কাহাকেই দৃষ্টিগোচর হয় না?

ভৃগু—সে সত্য।

জন—তবে ভগ্ন কিরূপে সম্ভবে?

ভৃগু—সাধারণ মানব মণ্ডলীর মধ্যে সম্ভবে না।

জন—(নিস্তব্ধ)

ভৃগু—তোমার কোন চিন্তা নাই। এক্ষণে আমি তপস্যাতে গমন করি? (গাত্রোত্থান)

জন—আজ্ঞা আসুন, প্রণাম হই। (প্রণাম)

ভৃগু—কল্যাণ মস্তু। (প্রস্থান)

জন—(স্বগত) যাহা হউক একটা মহা ভাবনা হইতে উদ্ধার হইলাম। কিন্তু এই ধনুক ভঙ্গের ঘোষনা করিতে হইবেক! কি প্রকা-রেই বা ঘোষনা করি! এও একটা মহা বিপদে পতিত হল্যাম!

(বীণা সংগীতের সহিত মহা মুনি নারদের প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট তাল একতালা।

ভাবরে ভ্রান্ত অনাদি অন্ত দুরান্ত কৃতান্ত বারণং।
মন তন্ত্রে ২, ডাক এযন্ত্রে, মন্ত্রে করে সাধনং॥
সদাতারে ২, ডাকরে তারে, সেতারে শ্রীমধুসূদনং॥
যখন আসিবে শমন কাছে, তরাতে ও মন কে আর আছে,
কাল ঘুরিছে পাছে ২, কে করে সেভয় ভঞ্জণং॥

জন—(নারদ ঋষিকে দেখিয়া) আস্তাজ্ঞা হউক মহাশয় আসুন? প্রণাম হই। (প্রণাম)

নার—কল্যাণং ভবতু।

জন—আপনি আসন পরিগ্রহ করিয়া চরিতার্থ করুণ।

নার—(উপবেশন) আমার বিবেচনা হয় আপনি কোন চিন্তায় মগ্ন আছেন।

জন—(স্বগত) সেই কথাটা ঋষিবরকে বোলে, ঘোষনা কল্যে হয় না? ইনি ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই!

"নরাণাং নাপিতা ধূর্ত্তঃ পক্ষ ধূর্ত্তাশ্চ বায়সাঃ।
পশূনাং জম্বুকো ধূর্ত্তো দেবধূর্ত্তশ্চ নারদঃ"॥

এ সকল কর্ম্মে ইনিই পটু। (প্রকাশ্যে) মহাশয় আরকিছু চিন্তা নয়, কেবল আমার দুহিতা-জানকীর কিরূপে উদ্বাহ কার্য্য সত্বরে সমাধা হইবে; সেই চিন্তাতেই সদা সর্ব্বক্ষণচিন্তিত আছি!

নার—তার আর চিন্তা কি, আমি সে বিষয়ে ঘটকালী করবো!

জন—মহাশয়, তাকত্তে হবে না!

নার—তবে কিরূপে সম্পাদন হয়!

জন—মহাশয়! কৈলাশ নাথ আশুতোষ আমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক ভৃগুরামকে একটী ধনুর সহিত প্রেরণ করিয়া ছিলেন।

সেই ধনুকভগ্ন করিতে যে ব্যক্তির সক্ষম হইবে, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে আদেশ হইয়াছে।

নার—এত ভালুই, তবে আর চিন্তা কি!

জন—যাহাহউক মহাশয়! আপনাকে এই ধনুক ভঙ্গের-ঘোষণা মহীতলস্থ সমস্ত রাজ নন্দন-কে অবগত করাইলে, এ কিঙ্কর-দুহিতার উদ্বাহ কার্য্য সামাধা হয়।

নার—তার আর ভাবনা কি, আমি ত্রিভুবনস্ত সমস্ত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, নর, সকলকেই ধনুক ভঙ্গ পণের কথা প্রকাশ করাইব?

"সর্ব্বৈ রুপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যম্"

জন—যে আজ্ঞা, মহাশয় আপনকার যত্ন হইলে কোন বিষয় না উদ্ধার হয়! আপনিই প্রযত্ন সহকারে দক্ষ প্রজাপতির হর-রহিত যজ্ঞ-কালীন ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পরে দক্ষ কন্যা মহামায়া মহেশ্বরী স্বামীর অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজ কলেবর পরিহার করিয়াছিলেন। কিন্তু

পরে আপনি উভয়েরি পুনর্মিলন করিয়া দিয়াছেন।

নার—তা তো বটেই? (সহাস্য-বদনে) আমি ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিব, তাহাতে আপনকার আর কোন চিন্তা নাই; তবে "শুভস্য শীঘ্রম্" আমি আসি?

জন—আজ্ঞা আসুন, প্রণাম হই। (প্রণাম)

নার—কল্যাণং ভূয়াৎ। (প্রস্থান।)

জন—(স্বগত) বোধ হয় দেবর্ষির এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন আছে। কোন আমোদ আহ্লাদের কথা ঋষিবরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইলে, ত্রিভুবন খ্যাত হতেও বিস্তর ক্ষণ নয়? কালই হয়ত সমস্ত রাজনন্দনেরা সভায় আসিয়া উপস্থিত হবেন। তাহার কোন সন্দেহ নাই? যাহা হউক সভাটা ভাল করে সাজাতে বলিগে, এ বিষয়ে বিলম্ব বিধেয় নহে।

(প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

—০০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—

বিষ্ক-ম্ভক

(তপোবন।)

(বিশ্বামিত্র মুনি ও শ্রীরাম লক্ষ্মণ আসীন।)

রাম—(স্বগত) যাহা হউক, মুনিগণের যজ্ঞ রক্ষার জন্য আসিয়া যে তিনকোটী রাক্ষসকে ভীষণ রণে রণসাৎ করিয়াছি, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কেবল দুর্দ্দান্ত মারীচ মৃত্যু প্রায় হইয়া, পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে, ইহারি বা কারণ কি? বোধ হয় বিধাতা মনে মনে কোন ভাবি বাক্য গোপন করিয়া রাখিলেন।

"আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি" (প্রকাশ্যে) গুরো! এক্ষণে সমস্ত নিশাচরকে আমি সমরসায়ী করিয়াছি।

হোম যজ্ঞাদিতে আর কোন মতে বিঘ্ন নাই; নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ ও হোমাদি কার্য্য সম্পাদন করুন?

নেপথ্যে—আঃ বাঁচল্যামঃ এক্ষণে দুরান্ত নিশাচর-দিগের কর-জাল হইতে উদ্ধার পাইলাম।

(কএক জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

রাম—(সসম্ভ্রমে) আস্তাজ্ঞা হউক, প্রণাম হই। (ভূমিষ্ঠ-প্রণাম)

ব্রাহ্মণগণ—(জনে জনে) দীর্ঘায়ুরস্তু। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) রাম! তুমি সসাগরা ধারায় আপন আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক শত্রু সৈন্য বিনাশ করিয়া একেশ্বর এক ছত্রে একাধিপতি হউন? আমরা সকলে তোমাকে একাগ্রচিত্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

বিশ্বা—(রামের প্রতি) দেখ কমলাক্ষি রামচন্দ্র! আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য দ্বিজ-বরেরা আসিয়াছেন। মহাবীর দুর্দ্দান্ত তাড়কাঙ্গজ মারীচের ভয়ে সকলেই সদা সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত হইয়া ছিলেন। এক্ষণে

সকলের সে আশঙ্কা দুরীভূত হওয়াতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আপনাকে প্রত্যেকেই অবিরত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা আপন ২ যাগ যজ্ঞাদি সমাধান করিয়া নানা প্রকার ফল পুষ্পাদি আপনাকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব আপনি দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক গ্রহণ করুণ?

লক্ষ্ম—হে সূর্য্য কুলোদ্ভব! আপনাকে গুরুদেব যাহা আজ্ঞা করিতেছেন পালন করুন।

রাম—(বিশ্বামিত্র মুনির প্রতি) গুরো! আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে তাড়কা প্রভৃতি তিন কোটী নিশাচর দিগকে সমরে নিহত করিয়াছি। আপনাদের আশীর্ব্বাদ অবশ্যই শির ধার্য্য করিলাম, ইহার আর সন্দেহ কি! (অনেকক্ষণ চিন্তার পর, পিতাকে স্মরণ করিয়া) প্রভো! এখানে আমাদিগের আর নিরর্থক বিলম্ব করা উচিত হয়না? বহুদিবস হইল ভ্রাতঃ লক্ষ্মণের সহিত পিতার দর্শন পথের অতীত হওনাবধি

আপনকার সমভিব্যাহারে পরিভ্রমণ করিয়া তাড়কা প্রভৃতি নিশাচর বধ করিয়াছি। (সচিন্তিতে) চলুন! ত্বরায় অযোধ্যা নগরীতে গমন করি পিতা হয়ত। আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন।

বিশ্বা—রঘুবর বাটী-গমনের নিমিত্ত এত ব্যাস্ত কেন?

রাম—পিতা পাছে মম শোকে প্রাণ পরিহার করেন, সে একটা মহা শঙ্কট—

বিশ্বা—না তার চিন্তা নাই; আমার বরে তিনি অবশ্য ২ জীবিত থাকিবেন।

রাম—(সহর্ষে) এক্ষণে কিঙ্করের প্রতি কি আজ্ঞা?

বিশ্বা—এক্ষণে চল, জনক রাজ-সভায় গমন করি।

লক্ষ্ম—প্রভো! সেখানে গমনের ফল কি?

রাম—জনকরাজ-সভায় কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে?

বিশ্বা—তা নয়। সেখানে জনক ঋষিবর এক ধনুক ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করে বলিয়াছেন যে, যে কোন বীর পুরুষ আসিয়া আমার ধনুকে গুণ যোজনা পূর্ব্বক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিবেন; তাঁহাকেই সীতা নাম্নী তনয়া কে তদ্দণ্ডে

সম্প্রদান করিব। অতএব চল, তথায় যাইয়া জনক রাজর্ষির কার্ম্মুক ভগ্ন করিবে।

রাম—তবে কি একান্তই সেইখানে যেতে হবে?

বিশ্বা—হাঁ।

রাম—মহাশয়! আপনি অগ্রে জনক মহারাজকে সমাচার প্রেরণ করুন, পরে আমরা উভয় ভ্রাতায় তথায় গমন করিব।

বিশ্বা—তাই ভাল, আমিই চল্ল্যাম। প্রস্থান।

রাম—(লক্ষ্মণের প্রতি) ভ্রাতঃ! আমার বোধহয় আমাদিগের বিবাহ না দিয়া অযোধ্যা রাজ-ধানীতে পাঠাইবেন না।

লক্ষ্ম—আমারো এই বিবেচনা হয়।

রাম—সে যাহা হউক, আমার পিতার জন্য সর্ব্বদা মন, প্রাণ বিচলিত হচ্চে?

লক্ষ্ম— গীত।

রাগিনী বেহাগ তাল আড়াঠেকা।

ভবে জনক জীবন।
কাজনাই রণে চল করি দরশন॥
একেত বালক মোরা, পিতা বিনে সকাতরা,
নয়নাম্বু না যায় ধরা, করিছে গমন।
আসিয়ে মুনির সনে, ভ্রমিলাম বনে বনে,
জনকে ভাবিলে মনে, হই অচেতন॥

যবনিকাপতন।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(জনক রাজার ধনুক ভঙ্গ সভাস্থান

(জনকের প্রবেশ)

জন—(বিষাদে-স্বগত) কৈ! অদ্যাবধি কেউতো ধনুক ভগ্ন করিতে সক্ষম হইলেন না। ইহার কি উপায় করি? কি করি! বিশেষ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীষণ চিন্তা রূপ সিন্ধু তরঙ্গে পতিত হইয়াছি। এদিকে জানকী ক্রমে ক্রমে বয়ঃ প্রাপ্তা হইতেছেন; উপযুক্ত বিবাহের কালও অতি বাহিত প্রায়। কন্যার অদ্বিতীয় রূপের বর্ণিমা নৃপ নন্দনেরা শ্রুতিগোচর করিয়া অনেক দূর প্রদেশ হইতে আসিয়া, সকলেই ধনুক ভঙ্গ করিতে ঔৎসুক্য; কিন্তু কেহই সক্ষম হইলেন না! অধিক আর কি বলিব, ত্রিভুবন বিজয়ী দশস্কন্ধ রাবণ মহাবীর আসিয়া "(ধনুকভঙ্গ দূরে থাকুক)" উত্তোলন করিতেই অক্ষম হইয়াছেন। আরও এই-রূপ ক্রমে ক্রমে তিনকোটী রাজনন্দনেরা

পরাজিত ও লজ্জিত হইয়াছেন। যাহা হউক জানকীর বিবাহ কাণ্ড একটা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে? কি আশ্চর্য্য! "দৈবী বিচিত্রাগতি"!

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ—এই আপনি এত দিন হর্ষে ছিলেন, আজ কেন সেভাবের বেভাব দেখ্‌চি?

জন—বেভাব কি দেখ্‌চ বল দেখি?

বিদূ—অদ্য আপনকার আননে আর পূর্ব্বমত হাস্যালাপ নাই।

জন—হাস্যালাপ আর কর্‌ব কি একটা মহা চিন্তা—

বিদূ—(সচকিতে) কি চিন্তা মহাশয়!

জন—এই আমার কন্যার বিবাহ জন্য একটা মহা বিপদে পতিত হইয়াছি। কি করেই যে উদ্ধার হবে, সে চিন্তাই সর্ব্বদা।

বিদূ—কন্যার বিবাহের পক্ষে কিরূপ চিন্তা?

জন—যাহাতে আমার কন্যা, একটী সৎপাত্রে পড়ে।

বিদূ—অবশ্যই সৎপাত্রে পড়বে,—চিন্তা কি।
"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

জন—মহাশয় দিগের আশীর্ব্বাদে, অতি দুরূহ ব্যাপারও সহজে সম্পাদন হতে পারে।

(এক জন নাগরিকের প্রবেশ)

(বিদূষকের প্রতি বিদ্রূপ সহকারে)

নাগ—কিগো ন্যায় লঙ্কার মহাশয়, আজকে আপনাকে বড় নিশ্চিন্দি দেখ্‌চি যে?

বিদূ—নিশ্চিন্দি আর কি দেখ্‌চ (সরোষে) গাচে চড়্‌ব নাকি?

নাগ—আপনার ঐত অন্যায়, কথা কবার যো নেই। একটা কোন কথা বল্লে চটেই আছেন!

বিদূ—কেন! তুমি সহসা একেবারে বল্লে যে তোমাকে আজ নিশ্চিন্দি দেখ্‌চি।

নাগ—ও মহাশয়! তা নয়, বলি আজ কোন জায়গায় পটিয়েচেন কি?

বিদূ—(কিত্রিম কোপে) পটাব কি হে?

নাগ—আর কিছুনয়, এই খ্যাঁটের যোগাড়।

বিদূ—কৈ না (উদরে হস্ত দিয়া) মণ্ডাঃসংরক্ষতি ব্রহ্মণং। আজকে না হয় তুমিই আমাকে খ্যাঁট দাও।

নাগ—মহাশয়! আমার কর্ম্মনয় যে আপনাকে খ্যাঁট দিই।

বিদূ—তোমার অত ঐশ্বর্য্য আছে; তোমার

কর্ম্ম নয়ত কার কর্ম্ম? “ধনেন কিং যোন দদাতি নশ্নুতে। বলেন কিংযশ্চরি পুন্ন বাধতে। শ্রুতেন কিং যো নচ ধর্ম্ম মাচরেৎ। কিমাত্মনা যেনে জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ”।

নাগ—আপনি যে একবারে কতক্ গুলো কবিতে আউড়ে ফেল্লেন।

বিদূ—কবিতে কি সাধে আওড়াই “তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে” লোক জনকে না খাওয়ালেই তাহার ঐশ্বর্য্য বৃথা।

নাগ—আপনি এত পেটের ভাবনা ভাবেন কেন? “আহারোপি মনুষ্যানাং জন্মনা সহজায়তে” এটা কি জানেন না?

বিদূ--মনুষ্য জন্মালেই আহার সঙ্গে আসে সে ত সত্যই। তবে আমাদের কিনা তেমন আহার নয়, সেই জন্যেই ভাবৃতে হয়।

“প্রাণোহ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈ র্ব্বিভাতি।”

নাগ—আপনাদের কি এত আহার??

বিদূ—আমাদের!!! লুচি মণ্ডা ভিন্ন গতি নাই।

যো জন লুচিকা মণ্ডাং যাচকায় প্রযচ্ছতি।
স্বর্গ ভোগো ভবেত্তস্য পরত্রেহচ নিশ্চিতম্॥

একটাস্তব বলি শোন?

লুচিকা উদরং রক্ষেৎ দেহং রক্ষেৎ ক্ষীরেশ্বরী।
গ্রীবাং জিলিপিকা, রক্ষে কণ্ঠং রক্ষেৎ কচুরিকা।
মণ্ডাশ্চ সর্ব্ব গাত্রানি ঘৃত পক্বাস্তথৈ বচ।
ত্রিসন্ধ্যাং কবচং জপ্তা ভোক্তুং প্রক্রমতে জনঃ॥

নাগ—আপনি ধন্য পেটুক কিন্তু, তবে মহারাজ জনকের বাড়ী খ্যাঁট চলুগ না এঁরো কন্যার, একটা বিবাহ কাণ্ড উপস্থিত।

বিদূ—তা আর আমায় শেখাতে হবে না; আমি ত সেই জন্যেই এখানে এসেছি।

নাগ—বেস কোরে বলে কয়ে রাখুন, যেন আজ অব্দি বরাবর চলে, যে পর্য্যন্ত না সীতার বিবাহ হচ্চে সে পর্য্যন্ত—

(নাগরিকের প্রস্থান)

বিদূ—মহারাজ! ওটাকে এখানে আস্তে দেন কেন? ওটা নাস্তিকের অগ্রগণ্য।

(নস্যাধার হস্তে একজন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

বিদূ—কস্তং?

ভট্টা—অহং ব্রহ্মণঃ বিদ্যাশূন্য বিদ্যালঙ্কারঃ

বিদূ—আগচ্ছ২ (সহ্লাদে) ত্বমেব মে প্রিয় বন্ধুঃ

"যস্য মিত্রেণ সম্ভাষো যস্য মিত্রেণ সংস্থিতিঃ।

যস্য মিত্রেণ সংলাপ স্তোনাস্তিহ পুন্যবান্"

(কর প্রসারণ করিয়া) তিষ্ঠ— (প্রণাম)

ভট্টা—(প্রণাম)

জন—(ভট্টাচার্য্যের প্রতি) আজ্ঞা আসুন মহাশয়, আসনে উপবেশন করুন। " অদ্যমে সফলং জন্ম অদ্যমে সফলা ক্রিয়া" অদ্য আমার পরম ভাগ্য যে আপনাদিগের শুভাগমন হইয়াছে; ইহাও আমার একটা শুভলক্ষণ বটে, (প্রণাম হই।

ভট্টা—আমাদের আগমনে তোমার আর ভাগ্য কি কেবল (মৃদুস্বরে) ধ্বংশ।

জন—ওকি মহাশয়, ভাগ্য নয়??

" যথোদয় গিরে দ্রব্যং সন্নিকর্ষেণ দীপ্যতে।

তথা সৎ সন্নিধানেন হীন বর্ণোপি দীপ্যতে,

ভট্টা—(নস্য-গ্রহণ পূর্ব্বক) সে যাহা হউক! আপনার নন্দিনী জানকীর বিবাহের বিলম্ব কি?

বিদূ—(স্বগত) তাহলে তোমার টালবার গতিকটে ভাল হয়।

জন—তাইত মহাশয়, কিছু ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পাচ্ছি না!

নেপথ্যে গীত।

রাগিনী বেহাগ তাল আড়াঠেকা

আজি চলরে চরণ। উল্লাশে মিথিলালয়ে করিতে গমন ॥ ধ্যানেতে গোলক ধামে, সীতা হেরি রাম বামে, নারদাদি যেই নামে, হয়েছে মগন। রাজা দশরথ পুত্র, রাবণ বধের সুত্র, আকারে মানব মাত্র, সকলি লক্ষণ ॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, বক্ষে ভৃগু পদ চিহ্ন, হেন হেরি হরি ভিন্ন, না হয় ঘটন। বিজন বিপিন বনে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে, দুর্ম্মতি রাক্ষস গণে, করেন নিধন। ত্বরিত মিথিলা চল, হেরিবে রূপ যুগল, হরি লক্ষ্মী ধরাতল করিয়ে মিলন ॥

জন—(বিদূষকের প্রতি) অদ্য আমার দক্ষিণ নেত্র অবিরত স্পন্দন হচ্চে কেন?

বিদূ—অদ্য বোধহয় আপনকার দুহিতার বিবাহের মঙ্গল-হবে।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

জন—(সসভ্রমে) আস্তাজ্ঞা, প্রণাম হই।

বিশ্বা—কল্যাণং ভূয়াৎ।

জন—আপনি উপবেশন করুন।

বিশ্বা—না, আমি উপবেশন করবো না; শ্রীরাম লক্ষ্মণ নামে দুই সহোদর, অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্র, যিনি তাড়কা নাম্নী নিশাচরীকে বধ করিয়াছেন—পাষাণ ময়ী

অহল্যাকে অভিসম্পাত হইতে মুক্ত করিয়াছেন—এক জন কর্ণধারের তরণীকে চরণ রজে সুবর্ণা করিয়াছেন—এবং পরাক্রম শালীদুর্দ্দান্ত তিন কোটী রাক্ষসগণকে এক বারে সমরে নিহত করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাদশ বর্ষ; তিনি অনতি দূরে আসিতেছেন; এক্ষণে আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আনয়ন করি। চল্যাম।

(প্রস্থান)

জন—(স্বগত) বোধহয় এক্ষণে জানকীর বিবাহের আর বিলম্ব নাই। প্রকাশ্যে বিদূষকের প্রতি) যাহা বলিয়াছিলে প্রায় তাহাই ঘটিবার সম্ভাবনা বটে কেননা, দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের এতাদৃশ গুণ অতি বিরল।

বিদূ—আজি আপনকার কন্যার বিবাহ হবেই হবে, যাহা আশীর্ব্বাদ করিয়াছি কোন মতেই অন্যথা হইবেনা।

সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

যবনিকা পতন।



তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(জনক রাজ—অন্তঃপুর।)

(জানকী আসীন—চিত্রা ও বিচিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা—রাজনন্দিনী! আপণকার বিবাহের জন্য পিতারাজর্ষি, অত্যন্ত চিন্তিত হয়েচেন; কিন্তু কোন উপায় স্থির কত্তে পাচ্চেন না!

সীতা—(অধোবদনে চিন্তা ও নিরুত্তরা)

চিত্রা—কৈসখি, কোন উত্তর দিলেন না? কি চিন্তা কর্‌চেন?

সীতা—(সত্রাসে) চিন্তা আর কি কচ্চি।

বিচি—আচ্ছা সখি, আন্যদিন হলে পরে আমাদের সহিত কত হেসে খেলে কতা কইতে, কিন্তু আজকে তোমায় ত সে রকম কিছু দেক্‌চি না?

সীতা—(স্বগত) হায়, আর কি আমি কোমল কলেবর রাম চন্দ্রকে দেক্‌তে পাব! তাঁহাকে স্বপনে দেখে অবধি আমি যেরূপ অধৈর্য্য

হইয়াছি তাহাই বা সহচরীদিগের নিকট কি প্রকারেই বা ব্যাক্ত করি (প্রকাশ্যে) সখি! আমি একটা স্বপন দেখে অব্দি আমার মন কেমন অধৈর্য্য হয়েচে।

বিচি—কি স্বপ্ন সখি?

সীতা—(নিরুত্তরা)

বিচি—(জনান্তিকে চিত্রার প্রতি) সখি! আমার বোধ হয়, দেবী আমাদের কোন মনোহর অনঙ্গ মূর্ত্তি স্বপনে সন্দর্শন করিয়া থাকিবেন।

চিত্রা—তাত বটেই সখি! ভাল, একবার জিজ্ঞেসা করে মনগত ভাব্‌টা জানা যাক না? (সীতার প্রতি) তোমার স্বপনের বিষয়টা কি, আমাদের বল না সখি।

সীতা— গীত।

রাগিনী ঝিঝিট খাম্বাজ তাল কাওয়ালী।

কহিতে স্বপন কথা (আমার) সরেনা যে মন।
প্রকাশ হইলে পাছে (লোকে) করিবে লাঞ্ছন॥
চাতকিনী মম মন, লক্ষ বারি নবঘন,
বারি আশে অনুক্ষণ, ভাবি সে রতন।
দহিছে সদা অন্তর, অন্তর হলো অন্তর,
তাই ভাবি নিঃন্তর, গেল এজীবন॥

চিত্রা—প্রিয়সখী! আপনার মনোগত কথা প্রিয় সখির কাছে বোল্‌তে দোষ কি?

বিচি—সখী! একবার বিবেচনা করে দেক্‌লে, আমাদের কায়ামাত্র ভিন্ন, কিন্তু মনের ভাব ভিন্ন নয়।

গীত।

রাগিণী মূলতান তাল আড়াঠেকা।

মনো ভাব সজনী লো সখীরে গোপন করো না।
বলিলে লাঘব হবে তোমার মন বেদনা॥
জানকী জান কি ভাব, সখী দেরি মন ভাব,
অন্তর অন্তর ভাব, কখন তায় ভেবনা।
কখন সুখের সুখী, কখন দুঃখের দুখী,
এই রীতি প্রিয-সখী, প্রিয়সখী কি জাননা॥

সীতা—সখী! তোমাদের কাচে বোল্‌ব না ত কার কাচে বোল্‌বো। কিন্তু সখী দেকো যেন আমার মা বাপ কে বলোনা?

চিত্রা—সেকি সখী, তাও কি কখন হতে পারে!

সীতা-কি জানি সখী! আমি কিনা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিনি; কেবল স্বপন বৈত নয়! যদিয়চ স্বপন বটে, তথাপি বোধ হচ্চে যেন

তিনি আমার হৃদয় মন্দিরে সর্ব্বদা বিরাজমান করিতেছেন।

বিচি—সখী! তিনি কে?

সীতা—তিনি অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথাত্মজ দাশরথী-রামচন্দ্র; বোধ হলো যেন তিনি হর ধনু ভগ্ন করিয়া, আমার পাণি-পীড়ন করিয়াছেন!

বিচি—সখী তার আর আশ্চর্য্য কি। তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী অবনী তলে অবতীর্ণ হইয়েছ, তিনিও স্বয়ং নারায়ন বৈকুণ্ঠ-নাথ মহীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা প্রকার কতক গুলী অদ্ভুত লীলা সম্পাদন করিয়াছেন। যাহা হউক এস্বপ্নটা তোমার শুভ লক্ষণ বটে?

যতনে স্বপন কথা কহিলে জানকী।
শুনিয়ে যে সুখ হলো তুমি তা জান কি॥
সখীরে গোপন কথা যে জন না বলে।
পরে সে আপ্সোসে মরে নিজ বুদ্ধি বলে॥

নেপথ্যে—(অলঙ্কারের শব্দ)

সীতা—সখী! ঐ বুজি আমার মা আসৃচেন। দেখো আমার মাথার দিব্বি একতা কাউকে বলোনা।

চিত্রা—সখী! শুভকর্ম্মের এ ত একটা লক্ষণ বটে।

বিচি—এখন চল, আমরা এখান থেকে যাই! আর থাকা উচিত হয় না?

সীতা—চল।

(সকলের প্রস্থান)

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী-(স্বগত) তাইত! মেয়েটা বিয়ের উপযুক্ত হয়ে উটেচে, আর রাবা যায়না, কি করি! কৈ আজ পর্য্যন্ত কেউত ধনুক ভাঙ্‌তে পাল্যেন না। (কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া) ভাল এক ধনুক ভাঙা পোন হয়েচে! ওঁর ও প্রিতিজ্ঞে যে ধনুক না ভাঙ্‌তে পাল্লে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া হবে না।

(জনকের প্রবেশ)

জন—আজকে ভাল করে বাড়ীঘর দোর পরিস্কার করে রাখ্‌তে বল, (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) দাসীদের বেস করে পাট ঝাট কত্তে বলেদাও; অযো ্যার রাজা দশরথ, তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র আস্‌বেন। মহর্ষি বিশ্বা মিত্রের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, তিনি তাড়কা

নিশাচরী ও তিনকোটী দুর্দ্দান্ত যজ্ঞ-ধ্বংশ কারী রাক্ষসদিগকে সমরে নিহত করিয়াছেন আমার বোধ হয় যে তিনিই ধনুক ভঙ্গের যোগ্য-পাত্র।

নেপথ্যে—মহারাজ আপনি একবার রাজ সভায় আগমন করুন। (প্রস্থান)

রাণী—দাসীরে কোথায় গা।

(এক জন পরিচারিকার প্রবেশ)

দাসী—কেন গা মা ঠাকরুণ আমাদের ডাকৃচেন ?

রাণী—তোমরা বাছা আজ ঘর দোর বেস পস্কের করে রাখত, আজ বোধ হয় সীতের বিয়ে হবে। (প্রস্থান)

দাসী—(সহর্ষে) ওলো নাপথ্যে ঝি তুই কোথায় গেচিস্।

(নাপপ্তে ঝির প্রবেশ)

না-ঝি—আমি মরেচি ? আমায় ডাকৃছিলি কেন ?

দাসী—ওলো আজ বিছেনা টিছেনা গুলো বেস করে গুচিয়ে রাকত, আমি ঝাঁট পাঁট দিইগে আর গাড়ু টাড়ু গুন বেস করে মেজে টেজে রাখিগে ; নৈলে রাণী আমাদের রাগ করবেন।

না-ঝি—হাঁলো ভাই; আমরা দুটীতে কি এত বড় সোংসারের কাজ করে উটতে পারব?

দাসী—চ না ভাই আরো সব্বাইকে বলিগে।

না-ঝি—তাই চ ভাই।

দাসী—তুই কিনা কুড়ের ডিম্, তাই তোর এত বেশী ভাবনা হয়েচে।

না-ঝি—নিজে কি কর্ম্মের লায়েক—

"মন্দ বড়তেজী। গাঙের কুলে হাগ্‌তে গিয়ে তাড়িয়ে দিয়েচে বেজী".

দাসী—আর রঙে কাজ নাই! চঃ এখন কাজ কর্ম্মদেকিগে, ঠাট্টা বট্‌কেরা তোর একন সিকেয় তুলে রাক্

(উভয়ের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।



তৃতীয়াঙ্ক।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(জনক-রাজ-সভা)

(জনক আসীন)—(প্রতিহারীর প্রবেশ)

জন—কৈ কাকেও যে দেখতে পাচ্চিনে, এরা সব কোথা গেল। (প্রতিহারীর প্রতি); দ্বারী! ভিতর যায়ে কে হুকুম দেও?

দ্বারী—ক্যায়া হুকুম মহারাজ।

জন—লোট্টামে পাণী দেমেকে বোলায় দোও। আউর বিছানা সাফাই করনেকোবাস্তে একঠো চাকর আদমিকো হিঁয়া ভেজা দোও?

দ্বারী—যো হুকুম মহারাজ।

(প্রস্থান)

(কেনারাম ভৃত্যের সহিত দ্বারীর পুনঃ প্রবেশ)

কেনা—(কর যোড়ে) এঁ্যাজ্ঞে আমায় ড্যাক ছ্যোলেন কেন?

জন—কেনারাম! বিছানা গুলি বেস পরিষ্কার করে রেখে দাও।

কেনা—এঁ্যাজ্ঞে মুই দ্যেই।

(বিছানা পরিস্কার করণ ও প্রস্থান)

জন—দ্বারী! তোম বাহার যায়কে ভিস্তিকো পাণী-ছিটায় দেনেকো বোল্ দোও?

দ্বারী—যো হুকুম মহারাজ—জী।

(প্রস্থান)

(শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রমুনির প্রবেশ)

বিশ্বা—(জনককে দেখাইয়া) রাম! তুমি জনক রাজর্ষিকে প্রণাম কর! লক্ষ্মণ তুমিও প্রণাম কর।

(উভয়ের প্রণাম)

জন—(আলিঙ্গনানন্তর—সস্নেহে) এস এখানে উভয় ভ্রাতায় উপবেশন কর?

রাম—যে আজ্ঞা।

(উভয়ের উপবেশন)

জন—শ্রীরামচন্দ্রকে উত্তম রূপ নিরীক্ষণ করিয়া (স্বগত) আমার বোধহয় রামচন্দ্র স্বয়ং গোলক নাথ; গোলক ধাম পরিত্যাগ করিয়া মিথিলা নগরীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি যে ধূর্জ্জটির কার্ম্মুক ভগ্ন করিবেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? কিন্তু আমি যে

রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করিব, আমার তেমন ভাগ্য নয়! যদিয়চ কটাক্ষে কার্ম্মুক ভগ্ন করেন, তথাপি আমার দুহিতার যে পানি-গ্রহণ করিতে সম্মত হন, এমন ত বোধ হয় না।

উদ্যোগিনং পুরুষঃ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী, দৈবেন দেয় মিতি কাপুরুষা বদন্তি। দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষ মাত্ম শক্ত্যা, যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোত্র দোষঃ।

অতএব ভাল চেষ্টা করে দেখা যাক্।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা নচ পৌরুষং!

(প্রকাশ্যে) চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া সভাসদের প্রতি হে সভাসদগণ! তোমাদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি বীরত্ত প্রকাশ করিয়া এই দুর্ভেদ্য হর কার্ম্মুক ভগ্ন করিবেন, তিনিই আমার দুহিতার পানি-পীড়ন করিবেন?

রাম—গুরো! আজ্ঞা করেন ত এখনি হর ধনু ভগ্ন করিয়া চূর্ণ চূর্ণ করিয়া ফেলি।

লক্ষ্মণ—হে রঘু বংশ তিলক! আপনি অনুমতি করেন ত এই কিঙ্করই যাইয়া চূর্ণানুচূর্ণ করিয়া

ফেলে (সরে যে) জনকের সাহঙ্কৃত বাক্য আমার প্রাণে সহ্য হয় না। (পরিক্রমণ)

(যবনিকার অন্তরাল হইতে জানকী শ্রীরাম চন্দ্রকে দেখিয়া)

সীতা—(স্বগত) আমি কি এত ভাগ্য করিয়াছি যে, ঐ কোমল কলেবর নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাজীব লোচন রঘুবরের সহধর্ম্মিণী হব। হে পরম কারুণিক পরম পিতা পরমেশ্বর! যদ্যপি আপনি বঞ্চিত না করেন; তা হলে আমি নিশ্চয়ই শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ যুগলের দাসী হইতে পারিব। হে বিধি বঞ্চনা করনা! তোমার চরণে সংখ্যাতিরিক্ত অবিরত প্রণাম করিতেছি, অধিনীর প্রতি আপনি কটাক্ষপাত করিয়া দুখাপনোদন করিলে মনাশঙ্কা তিরোহিত হয়। ওঁর কোমলাঙ্গে কিরূপেই যে ভীষণ কার্ম্মুক ভগ্ন করিবেন সর্ব্বদাই চিন্তা কচ্চি। কিন্তু যদ্যপি আপনকার অনুগ্রহ হয়; তাহা হলে পঙ্গুতেও সিন্ধু উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, বামনেও চন্দ্রিমা ধরিতে সক্ষম হয়, মৃত্যু দেহেও পুনর্জ্জীবন প্রবেশ করে, অতএব আপনকার

অনুগ্রহে অতি দুরূহ ব্যাপারও অবলীলাক্রমে সম্পাদন হয়; আপনকার ধন্য মহিমা! যেন এদাসীকে শ্রীচরণ সরজে—

(প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

আমি শ্রীরাম চন্দ্রকে দর্শনাবধি কুল, মান, যৌবন সকলি সমার্পণ করিয়াছি, যদি বিধাতা আমার আশালতা ছেদন করেন তবে আমি নিশ্চয়ই উদ্বন্ধনে বা জল মগ্নে, বা অনলে যে কোন প্রকারে পারি এই ক্ষণভঙ্গু শরীরকে পতন করিব। হে করুণাময় করুণা বিতরণে কাতর হইওনা, যেন আমার মনভিষ্ট সিদ্ধ হয় দেখো।— (প্রস্থান)

নেপথ্যে—রাম তোমার সাধ্য কি যে হর ধনু ভঙ্গ কর? আমরাও জানকীকে বিবাহ করবার জন্যে অনেক বেয়ে সেয়ে দেখিচি কিন্তু ভাঙ্গা চুলোয় যাগ্ তুল্‌তেই।—

লক্ষ্ম—(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অসি নিষ্কাশন করিয়া) আর্য্য আজ্ঞা হয়ত এখন সকলকে খণ্ড২ করিয়া ফেলি? কি!!! আমরা ধনুক ভাঙ্‌তে পারব না, এত বড় অহঙ্কার??

রাম—ভ্রাতঃ ক্ষান্ত হও। গুরু আজ্ঞা ব্যতিত

আমাদিগের কল্পনায় কোন কর্ম্ম করা উচিত হয় না।

লক্ষ্মন—(কৃত্রিম কোপে) গুরুই বা আজ্ঞা করেন না কেন? (অসি স্বস্থানে স্থাপন)

রাম—গুরো! অনুমতি করুন? এখনি যাইয়া কার্ম্মুক ভগ্ন করি।

বিশ্বা—শুভঃ—ইহাতে আর বাধা কি?

(শ্রীরামের গাত্রোত্থান ও ধনুকের নিকট উপস্থিত

নেপথ্যে—(মঙ্গল ধ্বনি, ও গীত)

রাগিনী লুম ঝিঝিট তাল আড়া।

আজি দেখরে নয়ান। মায়া করি কত মায়া কেশব দেখান॥ যে ভব প্রসব করে, সে ধনু ধরিবে করে ইন্দ্রাদি ইন্দু ভাস্করে, করিছে কল্যান। ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচনে, প্রভেদ ভেবনা মনে, ভেবে মুদিত নয়নে, রামে কর ধ্যান॥ ভাঙ্গিয়ে ধনুক হরি, সীতারে বিবাহ করি উল্লাশে বিমানোপরি, হইবে প্রয়ান। ধরিয়ে মানব রূপ, হরি লক্ষ্মী অপরূপ, হের যুগল রূপ, প্রফুল্ল বয়ান॥

(ধনুক ভগ্ন করিয়া ভুমে ক্ষেপন)

নেপথ্যে—(ভেরী তুরি দুন্দুভী প্রভৃতির বাদ্যারম্ভ)

রাম—গুরু! আপনকার আশীর্ব্বাদে কার্ম্মুক ভগ্ন করিয়াছি।

জন—(বিশ্বামিত্রের প্রতি) মুনিবর! সীতার একটা বিবাহের লগ্ন স্থির করুন?

বিশ্বা—রাম! তুমি জানকীর পাণিগ্রহণ কর?

রাম—প্রভো! আমি পিতার আজ্ঞা ব্যতিত কিরূপে পাণি-গ্রহণ করি।

বিশ্বা—গুরু—আজ্ঞা-পালনে হানি কি?

রাম—হানি কিছু নয়! আমরা কি না চারি সহদরে এক দিবসে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি, এজন্য আমার উচিত হয় না যে, সে তুটি ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে বিবাহ করা; আগে চলুন, অযোধ্যা-রাজধানীতে গমন করি। কেননা আমরা বহু দিবসাবধি পিতার নিকট হইতে আসিয়াছি, পাছে তিনি শোকাভিভূত হয়ে থাকেন! (নিস্তব্ধেরপর) থাক এখন এর পর হবে? যিনি চারি ভ্রাতাকে চারি কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তাঁহারি গৃহে আমরা সকলে বিবাহ করিব? নচেত নহে।

বিশ্বা—(জনকের প্রতি) আপনকার কন্যা জানকীর বিবাহ হতে পারে, যদ্যপি শ্রীরামের আর

তিন সহোদরকে তিন কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন। তবেই রামচন্দ্র জানকীর পাণি-পীড়ন করেন, নতুবা বিবাহের সম্ভব নাই!

জন—তাইত!!! (অধোবদনে চিন্তা)

(জনক পুরোহিত শতানন্দের প্রবেশ)

শতা—রাজেন্দ্র! আপনি কি চিন্তা কচ্চেন?

জন—মহাশয়! আর কিছু নয়, একটা কন্যার উদ্বাহের জন্য যেরূপ দৈনন্দিন ভীষণ চিন্তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত!

শতা—এই ত ধনুক ভঙ্গ হয়েছে শুনিলাম, পুনরায় আপনার কিসের চিন্তা?

জন—শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন যে, যে তাঁহাদিগের চারি ভ্রাতাকে চারি কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তাঁহারি গৃহে বিবাহ করিবেন।—

শতা—তার আর চিন্তা কি? আপনকার গৃহেতেই, চারি কন্যা সংঘটন হইতে পারে।

জন—কি প্রকারে!—

শতা—এই আপনার দুই কন্যা আছে, আর আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজেরও দুই কন্যা আছে, তাহারা দুটীতে সুশীলা এবং গুণবতী। তা হলে সীতার বিবাহের চিন্তা কি

জন—হাঁ তাতো বটে। তবে ত ভাল হয়েছে (বিশ্বামিত্রের প্রতি) আপনি রামচন্দ্রকে

বলুন যে আমি চারি জনকেই চারি কন্যা সম্প্রদান করিব।

বিশ্বা—(রামের প্রতি) রাম! জনক তোমাদের চারি ভ্রাতাকেই চারি কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

রাম—প্রভো! তবে ত আমার দুই সহোদর এখানে উপস্থিত নাই।

বিশ্বা—সত্য!—

রাম—বিশেষ আরো দেখুন, পিতৃ অগোচরে বিবাহ করা বিধেহ নহে; যদ্যাপ নিতান্তই জনক মহারাজ আমাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিতে ঔৎসুকান্বিত হয়ে থাকেন, তবে আপনি অযোধ্যা নগরীতে এক জন দূতের দ্বারায় সমাচার প্রেরণ করুন।

বিশ্বা—(জনকের প্রতি) আপনি তবে অযোধ্যা-নগরীতে এক জন দূত প্রেরণ করুন।

জন—দূত আর কে হবে! আপনিই অযোধ্যা-ধামে সমাচার দিয়া আসুন।

বিশ্বা—(অনেকক্ষণ চিন্তিয়া, স্বগত) যাই, ঘট কালিটে করা যাগ্; মন্দ কি? তবু সকলে বলুবে যে, বিশ্বামিত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণের বিবাহ দিয়াছেন। (বিশ্বামিত্রের প্রস্থান)

যবনিকা পতন

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক।

—ঃ⊂ঃ—

প্রথম-গর্ভাঙ্ক।

(রাজাদশরথ-আসীন)—(কৌশল্যার প্রবেশ)

দশ—(বিষাদে) তাইত! আমার প্রাণ-পুত্তলিকা রাম বিনা অযোধ্যা-নগরী যেন একেবারে শূন্যময় হইয়াছে। আহা!! কত দিন তেমন সুমধুর বিস্ফারিত কোমল বাক্যে প্রমদ নিলয় প্রমোদিত হয় নাই। যদবধি মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার শ্রীরামচন্দ্রের অকলঙ্ক মুখচন্দ্রিমা হরণ করিয়া বিজনারণ্যে গমন করিয়াছেন। তদবধি আমি,—তৃষিত কুরঙ্গ যেরূপ জীবন রক্ষার্থে বালুকাময়ী অরুণ-বিম্বিত মরুভূমীকে জীবন জ্ঞানে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিয়া তৃষ্ণাপনোদনাশয় পথ অতিক্রম করে, পরে অগ্নিময়ী বালুকা রাশী-ভুত যদ্রূপ যন্ত্রনা দায়ক হয়। আমিও তদ্রূপ মরীচিকার ন্যায় রঘুবরের আসার অশা পথ নিরীক্ষণ করিয়া নিনাদানুগামী গবাক্ষ বিবরে অবলোকন করিয়া থাকি। কখন কখন তমোময়ী তমস্বিনী যোগে প্রাশাদোপরি

আরোহণ পূর্ব্বক নব-দুর্ব্বাদলশ্যাম কোমল তনু রামধনকে স্মরণ করিয়া ক্রমান্বয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে নয়ন বারিতে বসনার্দ্র করি; পরে যামিনী যাপনানন্তর অন্ধের ন্যায় সোপান হইতে অবরোহণ করিয়া থাকি। কখন প্রাক্‌কালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাঙ্গন স্পার্শে ব্যায়াম শালা ও কার্ম্মুকাগার সন্দর্শন করিলে আমার এই-রূপ বিবেচনা হয়, যেন রাজীবলোচন রাম বিহনে অযোধ্যা পুরী একে বারে ছারখার হইয়াছে! (ক্রন্দন প্রায়) আহা! কেনই বা বিশ্বামিত্র ঋষি সমভিব্যাহারে প্রাণাঙ্গজ শ্রীরামকে বন গমনে অনুমতী প্রদান করিলাম। আর কেনই বা অঙ্গজানুসঙ্গি সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিলাম না। একে বালক, কি প্রকারেই বা মহাবল পরাক্রম-শালী নরভুক্ দিগের প্রাণ সংহার করিয়া মহর্ষী-গণের যজ্ঞ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। ধিক্ আমাকে?—অগ্রেত বিশ্বামিত্র ঋষিকে প্রতারণা করিয়া ভরত শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু, পরে সেই ঋষিবর

ন্তপ প্রভাবে অবগত হইয়া, পুনরায় উভয়কে বিনিময় করিয়া, প্রাণধন শ্রীরাম লক্ষ্মণকে লইয়া বিজন বিপিনে প্রয়ান করিয়াছেন। বোধ হয়!—অন্ধক মুনির অভিসম্পাত এই-বারে প্রত্যক্ষ হইল।

" তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা।
নতু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্ত মম জীবিতম্॥"

(ক্রমে পতন ও মূর্চ্ছা)

কৌশ—(কপালে করাঘাত করিতে করিতে) যা! আবার আমার কপালে একি হলো! মহা-রাজ এই কথা কইতে কইতে এমন হলেন কেন! (গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিয়া) শক্ত মক্ত দেখ্‌চি যে! কি করি! মহারাজ বুঝি পুত্র শোকে প্রাণ পরিহার কল্লেন! (চরণ স্পর্শ করিয়া ক্রন্দন করিতে ২) মহারাজ! আপনি গাত্রোত্থান করুন আপনকার ভূমিশর্য্যা কেন?—এরূপ অবস্থাবলোকনে বিষ বিন্দুর ন্যায় আমার নয়নে দরদরিত বারি ধারা বরিষণ হচ্চে। হৃদয় বল্লভ! ত্বরায় গাত্রোত্থান করুন? আপনাকে নীতি শিক্ষা দেওয়া অবলাঙ্গনার বিধেয় নয়। আপনি এত কাতর হবেন না? অগ্রে প্রাণ

ধন রঘুমণির তত্ত্বানুসন্ধানে সংখ্যাতিরিক্ত যুদ্ধোৎসাহী সেনাদিগকে পাঠাইয়া দিন্? পরে যাহা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাই করবেন—(চরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাম গণ্ডে হস্ত দিয়া) আহা! গুণমণি রাম বিনা যেন আমাকে বৎস হারা গাভীর ন্যায় করেছে! আর তৃষিতা চাতকিণী যদ্রূপ কাদম্বিণী সন্দর্শনে প্রফুল্লিতা হয়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টে অবিরত চঞ্চু ব্যাদন করিতে থাকে, আমি ও তদ্রূপ নীলমণির আসার আশায় রাজ-পন্থাবলোকন করিতে থাকি।—আহা! আমার হৃদয় আকাশে আর কি সে রাম-চন্দ্রের উদয় হবে! তিনি যে অস্তাচলে!—তবে বাঁচনে সুখ কি—

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

(মালতীর প্রবেশ)

মাল—(কৌশল্যার প্রতি) হায়! আজ মহারাণী আমাদের এমন হলেন কেন। (দশরথের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) একি! মহারাজও এ দিকে ধুলোয় গড়াগড়ি দেক্‌চি যে! কি আশ্চর্য্য! দুজনেই একেবারে জ্ঞান শূন্য হয়েছেন! (প্রস্থান।)

(একপাত্র রারি ও ব্যজন হস্তে মালতীর পুনঃ প্রবেশ) (কৌশল্যা ও দশরথের আননে বারি দিয়া তাল-বৃন্ত বীজন করিতে করিতে) আহা! আজকে এঁরা হটাৎ এমন হলেন কেন! (ক্ষণিক চিন্তারপর) বোধ হয় বড় আর ছোটো ছেলে রাম লক্ষণের কোন সম্বাদ না পেয়েই এমন হয়ে থাক্‌বেন? এর আর আশ্চর্জ্জি কি! অমন ছেলে ত কার হবে না, যেন সোনার পির্‌তিমে দুখানি—

(দশরথ চৈতন্য পাইয়া)

দশ—হা নিদারুণ বিধি! তোমার মনে কি এই ছিল! ইহা আমি সপ্নেও অবগত ছিলাম না যে তুমি আমাকে ছলনা করিয়া শ্রীরাম লক্ষণ ভ্রাতাদ্বয়কে অপহরণ করিবে?— (কৌশল্যার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আহা! যেন স্থিরা সৌদামিণী ধরাতলে পতিতা হইয়া ধুল্লাবলুণ্ঠিতা হইতেছেন। প্রিয়ার এতদ্রূপ দুরবস্থা সন্দর্শন করিলে, পাষণ্ড হৃদয় ও শোকে আদ্র্র হইয়া থাকে। (গাত্রে হস্তদিয়া) প্রিয়ে! তোমার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া একবার গাত্রোত্থান কর? তোমাকে আবার এরূপ দেখ্‌ছি কেন! তুমি কি রাম

শোকে প্রাণ পরিহার কল্লে ?-না—এমন হবে না! (মালতীর হস্ত হইতে ব্যজন লইয়া ব্যাজন করিতে ২) প্রিয়ে! আমার শোক দ্বৈগুণ্য বর্দ্ধিত হইতেছে। ত্বরায় গাত্রো-ত্থান কর? একে রাম শোকে আমার জীবাত্মা চপলার ন্যায় চঞ্চলিত হইয়াছে; তাহে আবার তোমাকে বিকলেন্দ্রিয়া দেখি-তেছি; আমার কি দুরদৃষ্ট! অয়ি প্রিয়তমে! আর আমায় দুঃখ দিওনা—যন্ত্রণা দিওনা—ক্লেশদিওনা—কষ্ট দিওনা ত্বরায় গাত্রোত্থান করিয়া আমার চিত্ত বিনোদন করিতে প্রতি-বিধান কর? প্রদীপ যদ্রূপ তৈল বিহনে কুত্রাপি গৃহাভ্যন্তরে দেদীপ্যমান থাকেনা আমি ও তদ্রূপ রাম বিহনে কুত্রাপি অযোধ্যা-নগরীর রাজ সিংহসনে দেদীপ্যমান হইব না? অতএব আমার জীবন নিতান্তই বহি-স্কৃত হইবে, কোন সন্দেহ নাই। অয়ি হৃদয়ানন্দদায়িনী! একবার নয়নাশ্রু সংবরণ করিয়া চক্ষুরুন্মিলন কর? দেখ! আমি এখন মৃত্যু পথের পথিক হইয়াছি; আর বিলম্বনাই; গাত্রোত্থান কর?

ক্রন্দন সহকারে——গীত।

রাগিণী বাহার বসন্ত-তাল আড়াঠেকা।

উঠ ২ প্রাণ প্রিয়ে ত্যাজিয়ে ধরাশয়ন।
নয়নাম্বু সম্বরিয়ে কর মোরে সম্ভাষণ॥
একে রাম শোকানলে, সদা মম তনু জ্বলে,
তাহে তুমি ধরাতলে, দেখিতেছি অচেতন।
বিনে রাম দরশনে, থাকি আমি অনশনে,
যত দিন মুনি সনে, গিয়াছে রাম লক্ষ্মণ॥

(অজ্ঞানের ন্যায় পুনঃ পতন কালীন কৌশল্যা সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজা দশরথকে ধরিয়া)-

কৌশ—নাথ! অদ্য আপনাকে এত অধৈর্য্য দেখ্‌চি কেন?

দশ—রাম বিহনে।—

কৌশ—এখন আমার বাছাধন রাম কোথা আছেন, কোন তত্ব নিয়েচেন কি?

দশ—কৈ না—তা এখন কিছুই হয়নি।

কৌশ—তবে আপনকার এত উৎকণ্ঠিত হবার আবশ্যক কি?

দশ—কেবল অন্ধক অন্ধকীর শাপ স্মরণ হলে, জ্ঞান হয় যেন সে ধনে আর পাব না।

কৌশ—আহা! ও কথা আর বোলনা। আমার

হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। নাথ! তবে কি এখনিই অন্ধক অন্ধকীর অভিশাপ প্রত্যক্ষ হবে?

সজল নয়নে——গীত

রাগিণী বেহাগ-তাল একতালা।

সদামন উচাটন।

রাম বিনে মম প্রাণে জীবন হীন মীন যেমন॥

বারি বিনে থাকে যেমন চাতকিণী,

ঘন ২ লক্ষে ঘন কাদম্বিনী,

মণি হারা ফণি রাম গুণমণি, অবলা অঞ্জন।

বৎস হারা হয়ে যেমন হরিণী,

বনে ২ ফেরে হয়ে উম্মাদিনী,

রাম রঘুমনি আমার তেমনি, হৃদয় রতন॥

দিনমনি বিনে যেমন কমলিনী,

শশধর বিনে যেমন কুমুদিনী,

মন-কাননে কি দিবা যামিনী, জ্বলে হুতাশন।

এতেক যন্ত্রণা সহিতে যে নারি,

বরং ভাল ছিলাম পুত্র হীনা নারী,

উহুমরি ২ সহিতে না পারি, দহিল জীবন॥

(কামিনীর প্রবেশ)

কামি—(দশরথের প্রতি) মহারাজ! আপনাকে রাজ সভায় মুন্ত্রি মহাশয় একবার ডাক্‌চেন?

দশ—কেন।

কামি—তা আমি বল্‌তে পারিনি।

দশ—আচ্ছা তবে আমি যাচ্চি ?

কামি—যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

দশ—এক্ষণে একবার রাজ সভায় গমন করি; যদ্যপি শ্রীরামচন্দ্রের কোন কুশল সমাচার এসে থাকে ?

কৌশ—আহা! বিধি যেন তাই করেন।

(পট ক্ষেপন।)

গীত

রাগিণী সুরটমোল্লার-তাল ঢিমেতেতালা।

রাম বিহনে দুঃখ কত সহিব।
শোক ভার কায়া লয়ে আর কত বহিব॥
বিধিরে বলিলে যদি শুনিবে না কানে,
তবে আমি দুঃখ সুখ কার কাছে কহিব।
অবলা সরলা একে কুল নারী,
দিবা নিশি এ যাতনা সহিতে যে নারি,
গেল গেল জীবন আপনারি,
কালা কাল কত কাল মনানলে দহিব॥

পটোত্তোলন।

(অযোধ্যার-রাজ-সভা)

(বিশ্বামিত্র ঋষি ও সুমন্ত্র আসীন)

(দ্রুতবেগে দশরথ রাজ-সভায় প্রবেশ)

দশ—(বিশ্বামিত্রকে একক দেখিয়া) (অনুচ্চস্বরে) রে নয়ন! ত্বরায় মুদ্রিত হও? তোমার অদৃষ্ট অতি মন্দ। তুমি বিশ্বামিত্রকে একক দেখিয়া কি প্রকারে কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ। রাম দর্শন ভিন্ন তোমার দর্শন শক্তিই অলীক; অতএব, সত্বর নিমিলিত হও? রে পাষাণ হৃদয়! তোরে ধিক্, তুই এখনো বিদীর্ণ হচ্চিস্ না? রে কঠিন প্রাণ! তোরে ধিক্, তুই এখনো আমার শরীরে অবস্থিতি করিতেছিস্? আমি তোকে বহন করিতে অক্ষম। রে শ্রবণ! তোরে ধিক্, তুই এখনো বধির হচ্চিস্না? সুধা বিস্ফা-রিত শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ ভিন্ন তোর শ্রবণই বৃথা! ধিক্—

বিশ্বা—মহারাজ! আপনাকে এত উত্তলা দেখ্চি কেন?

দশ—আমার গুণনিধি রামধন কোথা।—অগ্রে তাঁহার কুশল সংবাদ দিয়া, আমার উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণকে সুশীতল করুন?

বিশ্বা—আপনকার শ্রীরাম লক্ষ্মণ সচ্ছন্দ কুশলে আছেন।

দশ—কোথায় ?—

বিশ্বা—মিথিলা নগরস্থ জনক রাজ সভায়।

দশ—কেন ? সেখানে কি প্রয়োজন ?—

(বশিষ্ঠ মুনির প্রবেশ)

বশি—(বিশ্বামিত্রের প্রতি)—(মৃদুস্বরে) আপনি শ্রীরাম লক্ষ্মণের কুশল বারতা কহুন।

বিশ্বা—(হাস্য সহকারে) একি! সকলেই ব্যাস্ত দেখ্‌চি যে!

বশি—(ত্রস্তভাবে) সে যাহাহউক, অগ্রে শ্রীরাম লক্ষ্মণের সমাচার দিয়া পরে অন্য কথোপ-কথন করিবেন। এখন কোন কথায় আবশ্যক নাই।

সুমন্ত্র—(কৃতাঞ্জলি পুটে, বিশ্বামিত্রের প্রতি) মহর্ষি! অগ্রে শ্রীরাম লক্ষ্মণের কুশল বারতা কহিয়া আমাদের উদ্বেজিত আত্মাকে বিমোহিত করুন।

বিশ্বা—তাইত! সকলেই যে একেবারে রাম বিহনে হাহাকার কচ্চেন দেখ্‌চি।

বশি—ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, রাম বিহনে অযোধ্যা নগরীতে সকলে হাহাকার ধ্বনি কচ্চে।

দশ—(বশিষ্ঠ মুনির পদতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে ২)

গীত।

রাগিণী বেহাগ-তাল আড়াঠেকা।

পদে করি প্রণতি। বারিধি দুঃখ তরঙ্গে না হেরি গতি॥
মগ্ন হলো মন-তরী, রাখ যদি মোরে ত্বরি,
নিরাশ আতঙ্গে তরি, মম মিনতি।
স্মরিলে ব্রাহ্মণ পদ, হয়না কভু বিপদ,
তুচ্ছ হয় ব্রহ্মপদ, থাকিলে মতি।
পদে দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি, করি তোমায় কৃতাঞ্জলি,
দেহে দিব জলাঞ্জলি, বিনে সন্ততি॥

বিশ্বা—মহারাজ! আর আপনকার ক্রন্দন করিবার আবস্যক নাই,—শ্রবন করুন! শ্রীরাম লক্ষ্মণ যাইবার কালীন পথিমধ্যে তাড়কা নাম্নী নিশাচরীকে শরাঘাতে প্রাণ সংহার করিয়াছেন—পাষাণরূপিণী অহল্যাকে ভীষণ অভিসম্পাত হইতে মুক্ত করিয়াছেন—পার কালীন এক জন নাবিকের তরণীকে চরণ রজে সুবর্ণময়ী করিয়াছেন—তিন কোটী রাক্ষস বধ করিয়া যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছেন—এবং মিথিলাধিপতি জনক মহারাজ ধনুক ভঙ্গপণে তাঁহার দুহিতার বিবাহ

সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ; তাহাও ভঙ্গ করিয়াছেন। এক্ষণে জনক রাজর্ষি আপনকার চারি পুত্ত্রকেই চারি কন্যা সম্প্রদান করিবেন। এই নিমিত্তই আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি, অতএব ত্বরায় ভরত শত্রুঘ্ন পুত্ত্র দ্বয়কে লইয়া মিথিলা নগরীতে গমন করুন।

দশ—(বিশ্বামিত্রকে ভুমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সহর্ষে) তবে কি আমার শ্রীরাম লক্ষ্মণের বিবাহ হইবে ?

বিশ্বা—হাঁ মহারাজ।

দশ—এক্ষণে চলুন, আমরা সকলেই একত্রে যাই?

বিশ্বা—তাই চলুন ; কিন্তু আপনকার কনিষ্ঠ পুত্ত্র-দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সুসজ্জিভূত হউন।—

দশ—যে আজ্ঞা—

যবনিকা পতন!

চতুর্থাঙ্ক।

—:○:—

দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক।

(মিথিলা-রাজ-সভা)

(রাম-লক্ষ্মণ-জনক-আসীন)

(বিশ্বামিত্রের সহিত দশরথ ও ভরত শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

বিশ্বা—রাম! এই তোমার পিতা ও ভ্রাতাদ্বয় আমার সহিত আসিয়াছেন।

(রাম লক্ষ্মণের পিতার চরণে প্রণিপাত, আর ভরত শত্রুঘ্নের শ্রীরামকে প্রণিপাত, ও শত্রুঘ্নের লক্ষ্মণকে প্রণিপাত)

(সর্ব্বেষাং উপবেশনম)

(গ্রন্থহস্তে বশিষ্ঠ মুনির প্রবেশ)

জন—আজ্ঞা হউক (প্রণাম)

বশি—জয়োস্তু।

জন—(করযোড়ে) আপনি আসনে উপবেশন করুন।

বশি—(উপবেশন)

জন—মুনিবর! আপনকার তুল্য মহা তপস্বী ক্ষৌণি মণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি

অলৌকিক ও অসামান্য গুণের আকর। কিন্তু এক্ষণে, সম্প্রতি আমার আত্মজার উদ্বাহ কার্য্য উপস্থিত। যদ্যপি অকিঞ্চনের প্রতি অনুকম্পাক্ষি নিক্ষেপ পূর্ব্বক জানকীর শুভোদ্বাহের লগ্ন অবধারণ করিয়া আকিঞ্চন পূরণ করেন, তাহা হইলে আমি যাবজ্জীবন শ্রীচরণ যুগলে বাধিত হইয়া থাকি।

বশি—ইহার আর চিন্তাকি! আমিই শুভ বিবাহের শুভ লগ্ন অবধারণ করিয়া দিব।

জন—তবে আপনকার পঞ্জিকা প্রসারণ করিয়া একটী-লগ্ন অবধারণ করিয়া দিন্।

বশি—(পঞ্জিকা খুলিয়া ওঁ নমঃ শ্রীসূর্য্যায়ঃ। কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ হইয়া)

"কন্যা তুলা ভৃম্মিথুনেচ সাধ্বী শেষেষু সাধ্বীধন বর্জ্জিতাচ। নিন্দ্যেপি লগ্নে দ্বিপদাংশ ইষ্টঃ কন্যাদি লগ্নেষ্বপি নান্যভাগঃ॥ ধনুর্ঝষি কুলটা নারী তৎপূর্ব্বার্দ্ধে সতীতি জগুঃ। সপ্তাষ্ট্রান্ত্য বহিঃশুভৈরুড়ুপ ভাবেকাদশ দ্বিত্রিগে। সৌম্যে ত্র্যায় ষড়ষ্টগৈর্নচ ভৃগৌ ষষ্ঠে কুজে চাষ্টমে॥"

(চিবুকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক)

"সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিনৌ।"

(জনান্তিকে) মহারাজ অদ্য এক লগ্ন প্রাপ্ত

হইয়াছি। তাহার মর্ম্ম এই, যদ্যপি পুনর্ব্বসু-কর্কটেতে কন্যা লগ্ন থাকে, তাহাতে বিবাহ হইলে স্ত্রী পুরুষে কুত্রাপি বিচ্ছেদ যন্ত্রনা সম্ভোগ কর্ত্তে হয় না। অতএব আপনি ঐ লগ্নে বিবাহ কার্য্যাদি সমাধা করুন।

জন—যে আজ্ঞা! তবে কি ভাগ্য ফলে, অদ্যই সেই লগ্ন উপস্থিত?

বশি—হ্যাঁ, অদ্যই বটে, তার আর কোন ভুল নাই।

জন—তবে চারি ভ্রাতার ক্ষৌরাদি করিতে, এক জন নাপিতকে সংবাদ দিই?

বশি—দাও।

জন—(নেপথ্যাভিমুখে) দারবান্ ইধার আও?

(দ্বারীর প্রবেশ)

দ্বারী—ক্যায়া হুকুম মহারাজ।

জন—হাজামত বানানে একঠো হাজামকো বোলায় লাও। (প্রস্থান।)

দশ—আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনকার সহিত আমার বৈবাহিক সম্বন্ধ হলো।

জন—মহাশয় আমারো সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনকার সন্তানের সহিত আমার কন্যার বিবাহ সমাধান হবে।—

(ভজ হরি পরামানিকের প্রবেশ)

ভজ—মহারাজ আমায় ডাক্‌ছিলেন কেন ?

জন—ভজহরি,—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চার্ ভাইকে বেস করে বরকামানে করে কামিয়ে দে—ত।

ভজ—আজকে আপনার বাড়ীতে বে নাকি ?—

জন—হঁা।

ভজ—যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে চার জনকেই কামিয়ে দিই ?

জন—সিগ্‌গির ২ দে।

ভজ—আচ্ছা দিচ্চি। (চারি ভ্রাতাকে ক্ষৌরাদি করিয়া কিছুক্ষণ পরে) মহারাজ! কামান হয়েচে ?

জন—বেস হয়েচে; তবে তুই এখন যা।

ভজ—মহাশয় পাওনা টাওনা গুলো আমি যেন পাই।

জন—আচ্ছা তা পাবি এখন বাড়ীতে গিয়ে মেয়েদের বল্‌গে যা, বরেদের গায়ে তেল হলুদ দেবার যেন উজ্জুগ করে ?

ভজ—যে আজ্ঞা যাই তবে। (প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

চতুর্থাঙ্ক।



তৃতীয়-গর্ভাঙ্ক।

(সুর পুরী)

(দেবরাজ-ইন্দ্র-আসীন)

ইন্দ্র—(স্বগত) একি বিপদে, পল্যাম! আজ্‌কে বশিষ্ঠ মুনি, রামচন্দ্রের যে একটী বিবাহের লগ্ন অবধারণ করিয়া দিয়াছেন, সেটা ভয়ানক লগ্ন; সে লগ্নে বিবাহ হলে কুত্রাপি স্ত্রীপুরুষে বিরহ যন্ত্রনা সম্ভোগ কত্তে হয় না। তবে কি ত্রিভুবন বিজয়ী মহাবীর রাবণ কি ধ্বংশ হবে না? যদ্যপি জানকীর সহিত শ্রীরামের বিচ্ছেদ ঘটনা না হয়, তবে কি প্রকারে পরাক্রমশালী দশানন বধ হবে! যদি বা তাঁহাকে কত্ত সাধ্য সাধনা কোরে ও নানা প্রকার যুক্তিতে অবণী মণ্ডলে পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু শেষে আবার এই একটা দায়ে ঠেক্‌ত্তে হলো! যাহউক একবার চন্দ্রমাকে ডেকে এবিষয়ের একটা উপায় দেখা উচিৎ।—চন্দ্রমা! (উচ্চস্বরে) চন্দ্রমা!!

নেপথ্যে—কেন মহারাজ!

ইন্দ্র—এক বার আমার নিকট এস—ত—

(চন্দ্রমার প্রবেশ)

চন্দ্র—কি বল্‌ছিলেন।--

ইন্দ্র—রাবণ বধের ত পদে২ই বিঘ্ন দেখ্‌চি,—

চন্দ্র—কি বিঘ্ন?

ইন্দ্র—এই বশিষ্ঠ দেব শ্রীরামের-বিবাহের এম্নি একটা লগ্ন স্থির করেচেন যে, তাতে বিবাহ হলে স্ত্রী পুরুষ কখন ছাড়া ছাড়ি হয় না।

চন্দ্র—(সত্রাসে) তবে উপায় কি?

ইন্দ্র—তুমি উর্ব্বশী আর মেনকাকে ডেকে আন্তে পার; তাহলে একটা উপায় করা যায়।

চন্দ্র—তারা কি উপায় কর্‌বে?

ইন্দ্র—তারা এলেই সব হবে। তারা অমন মদন নিধন কারি মদনান্তককেও ভুলাতে পারে; এত কি সামান্য।

চন্দ্র—এত সামান্য বটে, তবে কিনা তারা এখান-থেকে কি কর্‌বে?

ইন্দ্র—এখান থেকে আর কি কর্‌বে।

চন্দ্র—তবে তারা কি মর্ত্তলোকে যাবে নাকি?

ইন্দ্র—সে খানে যাবে বৈকি।

চন্দ্র—“আশা বৈতরণী নদী” যাই তবে, উর্ব্বশী আর মেনকাকে এখানে ডেকে আনি।

ইন্দ্র—তুমি তাদের এখনি কিছু বলনা।

চন্দ্র—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

(উর্ব্বশী মেনকার-সহিত চন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ)

এই দুজনকেই এখানে এনেছি।

ইন্দ্র—(উর্ব্বশীর প্রতি) তোমরা উভয়ে আমার একটা কার্য্য সাধন কর্ত্তে পার?

উর্ব্ব—তার আর আশ্চর্য্য কি! আমাদের যা অনুমতি করবেন তাই কর্ব্বো।

ইন্দ্র—তোমরা দুজনে একবার মর্ত্তলোকে যেতে পার?

মেন—আজ্ঞা আমরা সেখানে গিয়ে কি কর্ব্বো?

ইন্দ্র—মিথিলা নগরে, আজ রাম লক্ষ্মণের কর্কট সংযুক্ত কন্যা লগ্নে বিবাহ হবে; সেই লগ্নটা উভয়ে সভাধামে গিয়ে নিত্য গীতাদিতে অতিবাহিত করে দাও গে—ত।

মেন—তবে আমরা এখনি যাব না কি? কিন্তু আমাদের-মণে একটী শঙ্কা হয়।

ইন্দ্র—কি শঙ্কা?

মেন। সেখানে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ দেব আছেন; যদ্যপি তাঁদের কোপানলে ভস্ম হতে-হয় নৈলে ত্রিভুবণে আমরা আর কাহাকেও ভয় করিনা।

ইন্দ্র আমার বরে তোমাদিগের কোন অনিষ্ট হবেনা। (মেনকা ও উর্ব্বশী গমনোম্মুখী)

চন্দ্র—এখন যাবার কোন আবশ্যক করেনা।

মেন—তবে কখন যাব?

চন্দ্র—এই গোধূলী লগ্নের একটু আগে।

উর্ব্ব—এখন আমরা কি করি?

ইন্দ্র—একটী গান গেয়ে যাও।

উর্ব্ব—যে আজ্ঞা।

(উভয়ের নৃত্যের সহিত গীত)

রাগিণী বারোঁয়া তাল ঠুংরি।

কি শোভা অমর নগর।
অটবী হেরিলে হয় হরিষ অন্তর॥
জাতী জুঁথী শেফালিকা, মালতী বক মল্লিকা,
ফুটেচে মন মালিকা, দেখিতে সুন্দর।
পারিজাত বিকশিত কুসুম অপরাজিত,
পরাগে হয়ে ভূষিত, বিরাজে ভ্রমর
সরোবরে সরোজিনী, শোভিছে দিবা যামিনী,
হাসে সদা কুমুদিণী, বিনে শশধর॥

ইন্দ্র—বেস উত্তম সংগীত হয়েছে। তোমরা এখানকার অপেক্ষায় মিথিলা রাজ-সভায়

আরো উত্তম কোরেগেও। নাচটীও যেন ভাল হয়। কেননা যাতে সেখানকার সকলের মন মোহিত হয়। আর লগ্নও যাতে ভঙ্গ হয়ে যায়, এমন চেষ্টা কোর। কেবল আমাদের এই উদ্দেশ্য বৈতনা, দেখো যেন ফলবতী হয়।

মেন—সাধ্যমতে চেষ্টা কর্‌তে কসুর করব না।

ইন্দ্র—(স্বগত) এঁরা গিয়ে লগ্নটা অতিবাহিত কল্যেই অমরাবতির পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। নৈলে দুর্দ্দান্ত পরাক্রমশালী মহাবীর দশাননের বিভীষিকায় সুরলোকে থাকা একটা মহাশঙ্কা! (প্রকাশ্যে) এখন তোমরা তবে এস।

মেন—আজ্ঞা আসি!

উর্ব্ব—প্রণাম হই। আসি

(উর্ব্বশী ও মেনকার প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম-গর্ভাঙ্ক।

(জনক-রাজ-অন্তঃপুর।)

(রাণী—আসীনা বিমলা কমলা ও বিনোদিনীর প্রবেশ)

কম—আজ্‌কে আমাদের ডাকৃতে পাটিয়েছিলেন কেন?

বিম—আঃ মরণ, তুইকি কিছু জানিস্‌নে না।

কম—নালো না আমি কিছু জানিনে।

বিম—আজকে ওঁর মেয়ের বিয়ে যে (জনান্তিকে) বলি হ্যাঁলা বিনোদিনী সত্তি না?

বিনো—হ্যাঁ গো দিদি আমিও ত-এই শুনিচি, কিন্তু সত্তি কি মিথ্যে তা বল্‌তে পারিনে।

বিম—সত্তি লো সত্তি।—

বিনো—ভাল একবার জিগ্যেসা করেই দেখ না?

বিম—তাই জিগ্যেসা করি; দেখি কি বলেন। (রাণীর প্রতি) আজ্‌কে তোমার মেয়ের বিয়ে নয় গা?

রাণী—হ্যাঁ বাছা, আজ আমার মেয়ের বিয়ে হবে। তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলে জানকীর গায়ে তেল হলুদ মাকিয়ে দাও ত? আমি অকে পাটিয়ে দিই গে;—(প্রস্থান।

(তৈল হরিদ্রা লইয়া ন্যাপ্তে ঝির প্রবেশ)

কম—নাপ্‌তে-ঝি! এখানে কেন লা; তুই কি বিয়ের গন্দ শুঁকৃতে পাস্ না কি?

না-ঝি—আমরণ৭ "অবাক কল্যে অবত্তার" (কর্কশ-স্বরে) তোর গায়ে কি ফোস্কা পল্লো।

কম—হাঁালা নাপ্‌তে-ঝি! তোর আজ্ এমন চড়া ২ মেজাদ্ দেকচি কেন?

বিনো—কমলা! ওলো ওর এখন বার পড়েচে। ওকে এখন কোন কতা বলিস্ টলিস নে!

বিম—তুই ভাই ঠিক্ বলেচিস্ কিন্তু।—

কম—ওলো নাপ্তে-ঝি! তোর হাতে কি লা?

না ঝি—যা—লো—যা; আমার সংগে আর কোন কতা কোস নি। "কানা মেয়ের নাম পদ্মলোচন" তোদের ঠেকার দেকৃলে আমার ন্যাকার ওটে।—

বিম—বেস ত, ন্যাকার তোল্‌না।

বিনো—পরের বাড়ীতে গলায়২ ঠেসে খেলেই ন্যাকার ওটে।

না-ঝি—থাকৃলো থাকৃ, একল বড় আমাকে ঠাট্টা বট্‌কেরা করে নিচ্চস্? নে—এর পর আমি-"উচু করে বাঁধব টং। বসে২ দেকৃব রং" (মুখ বিকৃতি করিয়া রঙ্গ ভঙ্গ করিতে ২)

"উচু করে বাঁধব টং। বসে ২ দেকব রং" (করতালি সহকারে) আবার ম্যাজে২ সাজব সং বল্‌ব কি বিধির ঢং।

কম—বলি নাপ্তে ঝি! তোর রঙ্গ ভঙ্গ দেক্‌লে, আমাদের গা কিস্‌ ২ করে।

না-ঝি—তোদের গা ত কিস্‌ ২ করবেই। একন সর্ব্বাই সোমত্ত হইচিস্‌ কিনা।

কম—ক্যান লা সোমত্ত হলেই কি গা কিস্‌২ করে থাকে?

বিনো—নাপ্‌তেঝির বুজি সোমত্ত বেলা গা কিস ২ কত্তো।

না-ঝি—কত্তোই ত; না কল্যে আমি আন্‌জাজি বল্লুম কেমন করে।

কম—ওলো নাপ্তে ঝি একটা কাজ কত্তে পারিস্‌?

না-ঝি—কি কাজ লো।

কম—তুই কোন গুণ গান জানিস্‌;—

না-ঝি—কি রকম গুণ।

কম—কাউকে বস্‌টস্‌ করে দিতে পরিস্‌?

নাঝি—পারি বৈ কি।

ম—তবে এই বিনোদিনীর ভাতার, ভাই বাড়ী

থাকে না, তাকে কোন ওষুদ টষুদ দিয়ে বস্ করে দিতে পার্ব্বি ?

না-ঝি—তার ভাবনা কি! আমি এম্নি ওষুদ জানি যে, তাকে ভেড়া বানিয়ে রাখি।

কম—ঐ তো অন্যাই তিলকে তাল করে বসিস্।

না-ঝি—না এই বলছিলুম কি, ভেড়া হয়ে সঙ্গে২ ফেরে। কেবল খাওয়াতে পাল্লিই হয়।

বিনো—(সহর্ষে) সত্তি কিনা ?

না-ঝি—সত্তি নয় ত কি মিথ্যে। আমি আবার তন্ত্র মন্ত্র এম্নি জানি ; তাতে সব কত্তে পারি, হাঁসাতেও পারি কাঁদাতেও পারি।

কম—কাঁদাতে পারাটা কিরকম লা ?

না-ঝি-এই আমার সঙ্গে যে কোন ছুঁড়ী ঝগড়া টগড়া করে তাকে এম্নি গুণ কত্তে পারি যে, সে ভাতারও পায়না (জিহ্বা কাটীয়া) আর—

বিনো—নাপ্তে ঝিটে কি বে আক্কিলে মানুষ ভাই ? যা আস্‌চে মুকে অম্নি তাইবলে ফেল্‌চে, কিছু আর আট্‌কাচে না।—

বিমা—হ্যাঁ লা! তোর যত বয়েস হচ্চে, তত যে রসে হাবুডুবু খাচ্চিস্! হায়!! ৫' অবাক

বুড়ো রসের গুঁড়ো, একন, তুই এখানে কি জন্যে এসেচিস্ ?

না-ঝি-(অধোবদনে) কি জন্যে আর আস্‌ব এই তেল হলুদ নিয়ে এইচি।

বিম—আচ্ছা যা একন সীতাকে সঙ্গে করে আমাদের কাচে একবার আন্ দিকিন্।

না-ঝি-বিনোদিনীকে একটা ওষুদ দিয়ে যাব না ?

বিম—দিস্ একন এর পর, আগে গায়ে হলুদ দেওয়া হোগ।—যা হোগ ফচকিমি পনাটা আর ভুল্‌তে পারবিনে ; " অন্য লোকের অন্য চিন্তে, দো মেগের সতিনের চিন্তে"

না-ঝি-(জনান্তিকে) তবে একন যাই, উনি রাগ কর্চ্চেন হয়ত মাঠাকুরুণকে বলে দেবেন। যাই! এই তেল হলুদ নাও। (স্থাপন ও প্রস্থান)

(সীতার প্রবেশ)

সীতা—মা আমাকে পাটিয়ে দিলেন।

কম—এস এস আজ তোমারি আমোদের দিন পড়েচে।

সীতা—(কৃত্রিম কোপে) আমোদ্ আবার কিগা ?

বিম—আমোদ নয় আবার।

বিনো—হুঁ! হয়েচে। ওলো ওর একটা বচন আচে ভাই।

বিম—কি বচন লা ?

বিনো—“ বিয়ের কতা আমি শুনি যেই খানে।
আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচি আঁদার কোনে।”

কম—বিনোদিনী! তুই কিন্তু ভাই ঠিক বলেচিস্।

বিম—তাতো সত্তিই।

সীতা—(অধো বদনে হাস্য)

কম—(অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ ভাই দেক্, ওর মনের মতন কতাটি হয়েচে।

বিনো—মনের মতন আর হবেনা। তবে যে বেদের কতা বাত্রা সব মিত্যে হবে।

সীতা—যা ভাই! একসোবার ঠাট্টা বট্‌কেরা কল্লে আর আমার প্রাণ বাঁচেনা।

বিনো—প্রাণ বাঁচেনা এমন কি করেচি ?

সীতা—তোমরা গায়ে হলুদ দেবে ত দাও, নৈলে আমি চল্লুম। (গমনোন্মুখী)

কম না ভাই না বসো, আমরা সকলে তোমার গায়ে হলুদ মাকিয়ে দিই।

বিমা—আয়লো বিনোদিনী আমরা তেল হলুদ মাকাই।

বিনে—এই ভাই হলুদ নে। (তৈল ও হরিদ্র

প্রদান) (সকলে উপবেশনান্তর সীতার গাত্রে তৈল হরিদ্রা লেপন ও উলুধ্বনি)

নেপথ্যে—শঙ্খ ধ্বনি ও গীত।

রাগিণী বাহার বসন্ত তাল খেমটা।

আয় লো (তোরা) দেকৃবি যদি বর।
দেকনৃহাসি গঙ্গাজল বেগুনফুল মকর॥
উলুদিয়ে শাঁক বাজাইয়ে, বরণ ডালা মাথায় নিয়ে,
ঘুরবো জলের ঝারি দিয়ে, তুলবো বাসর ঘর॥
কতমত গান ধরে, ভুলাইব নবীন বরে,
গলা জড়া জড়ী করে, হাস্‌বো পরস্পর॥

(সীতার প্রাস্থন)

(রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের সহিত রাণীর প্রবেশ)

রাণী—সীতার গায়ে হলুদ মাকান হলো গা ?

কম—হ্যাঁ হয়েচে।

রাণী—তবে তোমরা এক বার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নন চার ভেয়ের গায়ে বেশ করে হলুদ মাখিয়ে দাও ত।

বিম—আমরা তিন জোনে পেরে উট্‌ব না।

রাণী—তবে আমি আরো জনকতকৃকে পাটিয়ে দিইগে। [প্রস্থান]

(কএকজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

সকলে—এস আমরা সকলে মিলে, চার্ ভাইকে হলুদ মাকিয়ে দিই।

কম—আয় ভাই সকলেই দিই।

(সকলের উপবেশন ও হরিদ্রালেপন সহকারে উলু ও শঙ্খ ধ্বনি)

কমলা—শুন ও লো বিনোদিনী, বলি তোরে যে কাহিনী
মন দিয়ে শুন বিবরণ।
তুইলো প্রাণের সই, তোরে বলি প্রাণ সই,
যা বলিব করিবি গোপন ॥
ওরাম সামান্য নয়, পায়ে শীলা নর হয়,
আহা মরি দেখ এচরণ।
যাহার একই শরে, অনাশে তাড়কা মরে,
হেন বীর নাহি, ত্রিভুবন ॥
হাটে ঘাটে শুন্তে পাই, পার গুণ বল্‌তে নাই
কাষ্ঠ তরী হয়েছে কাঞ্চন।
তাই বলি দুই জনে, সেবি এস ও চরণে,
করে তেল হলুদ অর্পণ ॥

(যবনিকা পতন)



পঞ্চমাঙ্ক।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অর্চ্চনা-গৃহ।)

(কুশাসনে শতানন্দ মুনি আসীন—সম্মুখে মঙ্গলা চণ্ডীদেবী স্থাপন, ঘটে, গঙ্গোদক, আম্র—শাখা নৈবিদ্য সহকারে বিধিমত পূজার আয়োজন। শঙ্খ হস্তে রাণী প্রভৃতি রাজ কন্যাগণে মুনিবরকে বেষ্টন করিয়া)

শতা—(আচমন) ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু। (আসন শুদ্ধ ইত্যাদি সমার্পন করিয়া) (ঘণ্টা ধ্বনী সহকারে ভগবতীর স্নান মন্ত্রোচ্চারণ) "আত্রেয়ী ভারতীগঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযু গণ্ডকী পূণ্যা শ্বেত গঙ্গা চ কৌষিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্ব্বাসু মনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারে স্নাপয়ন্তিমাঃ।"

(গণেশাদির পূজা করিয়া) (ধ্যান পাঠ)

মধ্যে সুধাব্ধি মণি মণ্ডপ রত্ন বেদী সিংহাসনো পরিগতাং পরি পীত বর্ণাং। পীতাম্বরাং কনক ভূষণ মাল্য শোভাং দেবীং ভজামি ধৃত মুদ্‌গর বৈরি জিহ্বাং॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নমঃ॥ (ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া) এতৎ সোপকর্ণ নৈবিদ্যং ওঁ চণ্ডীকায়ৈ নমঃ ইদমাচমনীয়ং ওঁ চণ্ডীকায়ৈ নমঃ পানার্থ গঙ্গোদকাং ওঁ চণ্ডীকায়ৈ নমঃ (নয়ন নিমীলিত করিয়া জপ)

নেপথ্যে—ভেরীতুরী দুন্দুভি ও মৃদঙ্গ সহকারে কংশ করতালধ্বনি) (অদূরে শঙ্খ ধ্বনি)

শতা—(পঞ্চপ্রদীপেত্যাদিতে আরাধনা করিয়া প্রণাম) (সকল রামাগণের ভূমিষ্ঠ প্রণাম হইয়া উপবেশন)

রাণী—(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত) (উপবেশন)

শতা—চণ্ডী পাঠ,

নমো দেব্যৈ মহা দেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাং॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমোনমঃ
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ।
নৈঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্মৈ সর্ব্বাণ্যৈতে নমোনমঃ॥
দুর্গায়ৈ দুর্গ পারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্ব কারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥
অতি সৌম্যাতি রৌদ্রায়ৈ নতা স্তস্যৈ নমানমঃ।
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু বিষ্ণু মায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্য ভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধি রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ভ্রান্তি, ব্রহ্ম রূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

(কৃতাঞ্জলি পুটে)

" যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদৎ সুরেশ্বরী॥"

(প্রণাম মন্ত্রোচ্চারণ)

" সর্ব্বস্থ বুদ্ধি রূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গ দে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"
" সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তি ভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"
" সর্ব্বস্ব রূপে সর্ব্বেশে সর্ব্ব সক্ত শমন্বিতে।
ভয়েভ্য স্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥"
" সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

(ভূমিষ্ঠ প্রণাম)

(রামাগণের শঙ্খ ধ্বনি)

(সকলের শতানন্দ মুণিকে প্রণাম)

শতা—কল্যানং ভুয়াৎ। (সকলকে চরণামৃত প্রদান) এই চরণামৃত নাও গো বাছারা—

সকলে—দিন্ (একে ২ চরণামৃত পান)

(শতানন্দের প্রস্থান)

রাণী—(স্বগত) পুরুত মশাই মঙ্গল চণ্ডী পূজো যে রকম কল্যেন, বোধ হয় আমার জানকীর বেঁর পক্ষে ভাল হতে পারে (প্রকাশ্যে) যাই এখন শিগ্গির ২ কাজ কর্ম্ম গুনো সাত্তে পাল্যে হয়।

(দাসীর প্রবেশ)

বাছা এই গুনো সব বেস কোরে পক্কের করত? আগে নৈবিদ্দি ক খ্যানা পুরুত বাড়ী দিয়ে এস ?

দাসী—মা ঠাকুরুণ ! তবে নৈবিদ্দি কখ্যানা সরিয়ে দাও ?

রাণী—(সকলের প্রতি) ওগো বাছারা ! তোমরা নৈবিদ্দি কটা ওকে আস্তে২ সরিয়ে দাওত ? (জনেক রাজ কন্যা উঠিয়া দাসীকে নৈবিদ্য প্রদান)

দাসী—(নৈবিদ্য লইয়া প্রস্থান)

রাণী—মেয়েটা আবার কোতা গেল ! তাকে একটু চন্নামেত্তর এই বেলা দেযাব যে। (রাজ কন্যাদিগের প্রতি) ওগো বাছারা তোমরা আমার মেয়েটাকে পাটিয়ে দাওগে ত ?

(রাজ কন্যাগণ, গাত্রোত্থাণ করিয়া)

প্র-ক-তবে আমরা গিয়ে৲ তোমার মেয়েকে এখানে পাটীয়ে দিই গে ?

রাণী—হ্যাঁ বাছারা তোমরা পাটিয়ে দাওগে ত।

দ্বি-তী-ক চ৺লো, আমরা যাই।—

(রাজ কণ্যাগণের প্রস্থান)

(সীতার প্রবেশ)

সীতা—মা! আমায় ডাক্ ছিলেন কেন গা?

রাণী—এস বাছা, একটু চন্নামেত্তর খাও ত।

সীতা—কৈ দে মা।

রাণী—এই ন্যাও (চরণামৃত আননে প্রদান) (স্বগত) মা মঙ্গলচণ্ডী করুন, বাছা জন্মে-ইস্ত্রী হয়ে শশুর শাশুড়ীর ঘর করুগ।

সীতা—(মাতাকে প্রণাম)

রাণী—এস বাছা! চির জীবি হও। মা মঙ্গল চণ্ডী তোমায় সুখে রাখুন।

(স্বগত) (শ্রী)-কালী করুণা কর কাল নিবারিণী!
অ-(সু)-র ধংশিনী মাগো ত্রিতাপ হারিণী॥
সম-(রে) ভীষণ বেশ বর্ণিবারে নারি।
কোটি চ-(ন্দ্র)-পদ নখে আছে সারি সারি॥
ব্রহ্মাবিষ্ণু-(না)-হি পায় তোমার মহিমা।
নিকর সে প-(থ)-অতি করিবারে সীমা॥
বর্ণিতে বিবর্ণ-(ব)-র্ণ বর্ণ মাত্রা তায়।
পঞ্চ মুখে সদান-(ন্দে)-বিমুখ তাহায়॥
অনন্ত অনন্ত মুখে-(পা)-রেনা বর্ণিতে।
বিরিঞ্চি বিরত নিজে আ-(ধা)-ন করিতে॥
আর কি আননে আমি নির্ণ-(য়)-করিব॥
(প্র)-লয় আতঙ্ক কালে চরণ ধরিব।
বা-(ণী)-যদি বাণী দান সে কালে না করে।
পতি-(ত)-পাবনী রেখো পতিত পামরে॥

(জনকের প্রবেশ।)

জন—অধিবাস টধিবাস সব হয়েছে?

রাণী—হ্যাঁ এই পুরুত মশাই এই মন্তর পূজো করে যাচ্চেন।

জন—এখন চল, ঠাকুর ঘরে থেকে আর কি হবে; শিগ্‌গির২ স্ত্রীআচারের বরণ ডালা গুলো গুচুতে বল—গে, কি কম্নে চাই-না চাই (দাসীর প্রবেশ এবং কিঞ্চিৎ বারি দ্বারায় অর্চ্চণা-গৃহ পরিস্কার করিয়া দণ্ডায়মানা)

রাণী—হ্যাঁ বাছা, বেস পস্কের করে রাখ ত। ঝাঝরে ঘর দোর গুনি থাকলে কেমন দেকতে মানায়?—

নেপথ্যে—রাণী কোথায় গো। (উচ্চৈঃশ্বরে) রাণি কোথায় গো। ঠাকুর ঘরে আচেন বুজি?

দাসী—মা ঠাকুরুণ! আপনাকে সর্ব্বাই বড়্ ডাকা ডাকি কচ্চেন।

জন—যাও তবে আর দেরি করোনা।

রাণী—যাই।

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং)

(যবনিকা পতন)

ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

ষষ্ঠমাঙ্ক।



প্রথম-গর্ভাঙ্ক।

(মিথিলা—বিবাহ—সভা)

(বিশ্বামিত্র-দশরথ-রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন ও কএক জন রাজনন্দনেরা আসীন—রাম মধ্যস্থিত দক্ষিণে-লক্ষ্মণ বামে-ভরত শত্রুঘ্ন)

বিশ্বা—(ইতঃস্তত দৃষ্টি করিয়া) বিবাহের আর দেরি কি. লগ্নও প্রায় হয়ে এল।

(উর্ব্বশী ও মেনকার প্রবেশ)

উর্ব্ব—(জনান্তিকে) আয় লো আজ্ বেস কোরে নাচা যাগ্।

মেন—দেক্ ভাই! আজ্‌কের সভাটা কিন্তু বেস্ হয়েচে। আমার বোদহয় দেবরাজ সুর নাথের চেয়েও——

উর্ব্ব—হ্যাঁ! আয় এখন নাচ্‌তে আরম্ভ করি?

(উভয়ে অনেকক্ষণ নৃত্য করিতে ২)

মেন—ওলো! তবে এরি সঙ্গে একটা গান ধর্‌না।

উর্ব্ব—তুইও ধর ভাই।

গীত।

বিরহিনী বিলাপ

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ-তাল জলদ্ তেতালা।

দ্বিগুণ মদনাগুণ জ্বলিছে, হেমন্ত অন্তে।
প্রাণান্ত একান্ত কান্ত বিহনে, সুখ বসন্তে ॥
সে ছিল নয়নাঞ্জন, করিত মনোরঞ্জন,
আর কি দুঃখ ভঞ্জন, করিবে আমারে ভ্রান্তে।
পিককুল পঞ্চস্বরে, হানে সদা পঞ্চশরে,
স্মরে বুঝি প্রাণ সরে, বারিধি দুঃখ অনন্তে।
শাখী পরে সারি সারি, গান করে শুক শারী.
কেবল অবলা নারী, মরিল প্রেম জ্বলন্তে ॥

(শতানন্দের প্রবেশ)

শতা—আপনারা আর বিলম্ব করবেন না, লগ্ন উপস্থিত।

বিশ্বা—এক বারবসে দুটো-গান শুনুন, এমন সুমধুর সুললিত সংগীত, আপনারা কুত্রাপি শ্রবণ করেন নাই। (শতানন্দের হস্ত ধরিয়া) বসুন।

(শতানন্দের উপবেশন)

দশ—এঁরা কোথেকে এলেন?

বিশ্বা—তাইত! কিছু ভেবে ঠিক্ কত্তে পাচ্চি না।

দশ—যাহোগ, এঁদের গান কেমন সুললিত?

প্র·রা—সে কথা আর বল্‌তে।

দ্বি-রা—তায় আবার বামা স্বর।

বিশ্বা—(দশরথের প্রতি) ইচ্ছা হয় আর একটী সংগীত শ্রবণ করি?

দশ—(উর্ব্বশীর প্রতি) ও গো! তোমরা যারাই হও। কিন্তু, আর এক বার একটী সুললিত গীত গাইয়া মুনিবরের শ্রবণ বিবর পরিতৃপ্ত-কর।

বিশ্বা—তবে আপুনি কি শুন্‌বেন না?

দশ—আজ্ঞা! শুনব বৈ কি।

বিশ্বা—সংগীত কি মনো হারিণী! "ন বিদ্যা সংগীতাৎপরা" সংগীতের তুল্য কিন্তু আর কোন বিদ্যায় এমন মন প্রাণ হরণ কর্ত্তে পারে না!

দশ—তার আর সন্দেহ কি। (উর্ব্বশী ও মেনকার প্রতি) (ক্ষিপ্ত প্রায় কৃতাঞ্জলি হইয়া) আপনারা পুনর্ব্বার আর একটী সুললিত সংগীত, গাইয়া আমাদিগের সচঞ্চলিত চিত্ত বিনোদন করিয়া কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত ও বিমোহিত করুন।

মেন—(উর্ব্বশীর প্রতি) (ঈশদ্ধাস্যে) বোদহয় মহারাজ দশরথ আমাদের গান শুনে—

(বশিষ্ঠ মুনির প্রবেশ)

বশি—আপনারা বসে ২ লগ্নটা অতিবাহিত করে ফেল্লেন! (শতানন্দের প্রতি) আপনাকে এখানে পাটিয়ে দেওয়া গেল কি বসে থাক্‌তে? যাহোক! বেস বিবেচনা কিন্তু—

শতা—এই এঁরা ধরা ধরি করে বসালেন।

বিশ্বা—মহাশয়! বসে ছুটো গান শুনুন না।

দশ—বিবাহ হবেই এখন।

(জনকের প্রবেশ)

উর্ব্বশী }
মেনকা } (নৃত্য ও গীত।)—

রাগিণী ঝিঝিট্ খাম্বাজ-তাল একতালা।

সহেনা ২, বিরহ বেদনা, বিরহেতে বিরহিনী।
দ্বিগুণ আগুণ, জ্বলিছে সঘন, ভাবিয়ে আকুল যামিনী॥
অবলা বালারে সবলে ধরিল, বসন্ত প্রাণান্ত একান্ত করিল, ছাড়িল অনিল, ডাকিল কোকিল, মহিল ২ মোহিনী॥ পতি পশুমতি রহিল প্রবাসে, এমন সময়ে নাহি এল বাসে, কি ভাল বাসে, কে ভালবাসে, যার হৃদিবাসে স্মর-সাপিণী। বাসে বসতি করিতে যতি, অসতী হবনা ছিল যে মতি, করিল দুর্ম্মতি, কান্ত দুর্ম্মতি, (আমার) সরেনা এমতি কাহিনী॥

বশি—(জনকের প্রতি) (জনান্তিকে) মহারাজ! এঁরাত সাধারণ নৃত্যকী নয়!

জন—তাইত! ইহাদিগের সুললিত সংগীত শ্রবণ ও নৃত্যাদি সন্দর্শন করিলে—সকল কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ইহাতেই আশক্তি হতে হয়।

বশি—এখন আপনকার পুরোহিত মহাশয় কর্ত্তৃক লগ্ন টা অতিবাহিত হয়ে গেল।

জন—(শিরে করাঘাত করিয়া) মহাশয়! যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আপনাদিগের অনুমতি হইলে পাত্রসাৎ করি।

(উর্ব্বশী ও মেনকার প্রস্থান)

বশি—(জনকের প্রতি) লগ্ন ত গেছেই! এখন আর বিলম্ব করবেন না, ত্বরায় পাত্রসাৎ করুন?

জন—(কৃতাঞ্জলি হইয়া সভাসদের প্রতি) আপনারা অনুমতি করেন ত প্রাত্রসাৎ করি!

সভাসদগণ—তথাস্তু।

জন—(নেপথ্যাভিমুখে) দাসীরে কেউ এখানে এসত গা।) (দাসীর প্রবেশ)

জন—(শতানন্দের প্রতি) পুরোহিত মহাশয়! আপনি দাসীকে এই বেলা বলে কয়ে দিন কি-কি উজ্জুগ সুজ্জুগ কর্ত্তে হবে?

শতা—আর কিছু নয়; কেবল ঘট গোটা চেরেক আর খানকতক আসন চাই।

জন—তা আপ্‌নি তবে বলে দিন্‌।

শতা—(দাসীরপ্রতি) ও গো বাছা! একবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে কেনা চাকরটাকে এখানে পাটিয়ে দাওগে ত। (দাসীর প্রস্থান)

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা—কি বল্‌ছ্যালেন।

শতা—কেনারাম! বাপু, চার্‌টে ঘট আর খান আস্‌টেক আসন চট্‌ করে এনে দে দিকিন্‌।

কেনা— আজ্ঞে মুই দেই। (প্রস্থান)

(ঘট, আসন লইয়া কেনারামের পুনঃ প্রবেশ)

(বিধিমত স্থাপন করিয়া প্রস্থান)

জন—(রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠ এবং শতানন্দের প্রতি) আপনারা আসনোপরি উপবেশন করুন।

(সকলের আসনে উপবেশন) (কুশধ্বজের প্রবেশ)

এস ভাই! তুমি এক খানা আসনে বসো।

কুশ—(উপবেশন)

জন—পুরোহিত মহাশয়! আর আপনকার দেরি কি?

শতা—আর দেরি কি! আপনি বসুন তবে।

জন—যে আজ্ঞা। (উপবেশন)

(রাম লক্ষ্মণ সম্মুখে জনকের উপবেশন। ভরত শত্রুঘ্ন সম্মুখে কুশধ্বজের উপবেশন। জনক দক্ষিণে বশিষ্ঠের উপবেশন। কুশধ্বজ দক্ষিণে শতানন্দের উপবেশন)

(তিনকড়ি পরামানিকের প্রবেশ)

বশি—(জনকের প্রতি) বলুন? কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহংভবন্তোধি ধ্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহং।

জন—(কথানুকথিতং)

শতা—(উপরোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ)

কুশ—(কথানুকথিতং)

বশি (জনকের প্রতি) কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ইত্যাদি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোধি ধ্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধতাং ঋদ্ধতাং ঋদ্ধতাং।

জন—(কথানুকথিতং)

শতা }
কুশ } —(তদুক্তং)

বশি—ওঁ কর্ত্তব্যোস্মিন শুভ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ইত্যাদি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোধি ধ্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

জন—(কথানুকথিতং)

শত্রা }
কুশ }—(তদুক্তং)

বশি—ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং।

জন—(কথানুকথিতং)

বশি—(রাম লক্ষ্মণের প্রতি) বল ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্নামি।

রাম }
লক্ষ্ম }—(তদনুক্তং)

শত্রা—ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং।

কুশ—(কথানুকথিতং)

শত্রা—(ভরত শত্রুঘ্নের প্রতি) ওঁ পাদ্যং প্রতি-গৃহ্নামি।

ভর }
শত্রু }(তদুক্তং)—

বশি—(অর্ঘ্য লইয়া জনককে প্রদান) ? ওঁ অর্ঘ্য মর্ঘ্য মর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

জন—(কথানুকথিতং)

বশি—(রাম লক্ষ্মণের প্রতি) ওঁ অর্ঘং প্রতি গৃহ্নামি।

রাম }
লক্ষ্ম }—(তদুক্তং)

শত্রা—ওঁ অর্ঘ্যমর্ঘ্যমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

কুশ—(কথানুকথিতং)

শতা—(ভরত শত্রুঘ্নের প্রতি) বল ওঁ অর্ঘ্যং প্রতি গৃহ্লামি।

ভর } —(তদুক্তং)
শত্রু }

বশি—(জনকের প্রতি) ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

জন—(কথানুকথিতং)

বশি—(রাম লক্ষ্মণের প্রতি, ওঁ মধুপর্কং প্রতি-গৃহ্লামি

রাম } —(তদুক্তং)
লক্ষ্ম }

শতা—(কুশধ্বজের প্রতি) ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

কুশ—(কথানুকথিতং)

শতা—(ভরত শত্রুঘ্নের প্রতি) ওঁ মধুপর্কং প্রতি-গৃহ্লামি।

ভর } —(তদুক্তং)
শত্রু }

বশি—(জনকের প্রতি) মধুপর্কের বাটী কটা বরের নাপ্তে পাবে।

জন—যার যা পাওনা, সকলকেই দেবেন্।

বশি—ওরে তিনকড়ে, মধুপর্কের বাটী কটা নিয়ে যাও

তিন—(বাটী অবলোকন করিয়া হাত নাড়িতে ২) একি মশাই! আমি ও বাটী কটা নেবোনা।

বশি—কেন! কি হয়েচে?

তিন—ইকি আপনার বিবেচনা! অপ্নি ও যদ্দিন পর্য্যন্ত পুরুত; আমরাও তদ্দিন পর্য্যন্ত রাজ বাড়ীর নাপ্তে। এবাটী কি রাজার ছেলের বিয়েতে আমাদের নেওয়া পোষায়?—

বশি—হা-হা-হা (হাস্য) নে এখন।

তিন—আমার বাবা কেমন রাজার বের সময়ে একটী বড় বাটী পেয়ে ছিলেন। আর আমার ঠাকুর দাদাও এঁদের পুর্ব্ব পুরুষ দের বের সময় কত বড় ২ বাটী পেয়ে ছিলেন। সে গুলো পর্য্যন্ত আমাদের আজো চল্‌চে।(ঘাড় নাড়িতে ২) আ-মি-ও -বাটী-নেবো-না।

বশি—(কৃত্রিম কোপে) নে এখন; মিছে গোল করিসনে, পরে তোর পুষিয়ে দেওয়া যাবে।

(তিনকড়ি ম্রিয়মাণে বাটী লইয়া প্রস্থান)

(জনকের প্রতি) এখন চার ভাইকে অঙ্গুরী

আর কাপড় চোপড় পরিয়ে দিতে বলুন।

জন—(নেপথ্যাভিমুখে) কাপড় চোপড় সব নিয়ে এসত গা।

(বস্ত্রালঙ্কারাদি লইয়া দাসীর প্রবেশ)

জন—আমার কাছে রাখ—

দাসী—(স্থাপন)

ভজহরি পরামাণিকের প্রবেশ)

শতা—ওরে ভজা, কাপড় চোপড় গুলি বেস্ করে বরেদের পরিয়ে দে দিকিন্—

ভজ—আজ্ঞা দিই। (চারি ভ্রাতাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করাইয়া) পুরোণ কাপড় গুলো তবে আমার ঠেঙে এখন থাক?

দাসী—অম্নি পুরোণ পৈতে গুনো আমায় দে, আমি মা—ঠাকুরুণকে দিইগে তিনি চেয়েচেন। (তিনকড়ির হস্ত হইতে পৈতা লইয়া দাসীর প্রস্থান) (কতিপয় রাজকন্যার প্রবেশ)

বশি এঁদের এখন ছান্‌লা তলায় নিয়ে যাও দিকিন্ বাছারা! শিগ্‌গির২ যেন তোমাদের বরণ হয়ে যায়।

(চারি ভ্রাতাকে লইয়া রাজকন্যাগণের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

ষষ্ঠমাঙ্ক।



দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক।

(ছানলা-তলা)

(কমলা, বিমলা, বিনোদিনী, কুসুমকামিনী ও কতিপয় রাজকন্যা আসীনা। দাসীর সহিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

বিনো—ওলো; ঐ বর এসেচে!

(ভজহরির প্রবেশ)

কম—(ভজহরির প্রতি) ভজা! বরেদের ছানলা তলায় বেস্ করে ডাঁড়াতে বল্—

ভজ—দাঁড়াও গো? (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) এই এখানে সব্বাই ভাল হয়ে দাঁড়াও।

(রাম, লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইলে পর)

কুসু—(বিমলার প্রতি) হ্যাদ্যেক্ ঠাকুজ্জি! বরেদের কেমন রূপ ভাই?

বিম—হ্যাঁলো! যেন কার্ত্তিক।

বিনো—এমন রূপ ত আমরা কখন চক্কেও দেকিনি?

কম—তা আর বল্‌তে।

প্র-রা—(কুসুমের প্রতি) ওলো বরের কাচে ডাঁড়াতে আমার বড্ড ভয় করে।

কুসু—ক্যান লা ?

প্র-রা—(রামের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া) ঐ বরটী ভাই যেন চোর।

দ্বি-রা—তোর ত আর গয়না পাতি এখানে চুরি কত্তে আসেনি।

প্র-রা—উকি! গয়নাপাতি কি লা ?

কুসু—(ত্রস্তভাবে) তবে কি ?

প্র-রা—মন—

কুসু—তোর ত তবু মন এখন চুরি কত্তে পারেনি। আমার মন দেক্‌তে দেক্‌তেই চুরি করে নিয়েচে।

প্র রা—আমার মন চুরি করেচে ? তবে কিনা কাচে ডাঁড়ালে যদি আবার প্রাণটীও চুরি করে ?

বিনো—(কমলা ও বিমলার প্রতি) বরণ—ডালা টরণ—ডালা গুনো আমরা ক জনে আনিগে চঃ—

বিম—অম্নি রাণীকেও ডেকে আনিগে।

কম—হ্যাঁ ভাই চঃ।

(কমলা, বিমলা, ও বিনোদিনীর প্রস্থান)

কুসু—(রাম চন্দ্রকে উত্তম রূপ অবলোকন করিয়া)

আহা মরি কিবা রূপ হেরিনু নয়নে।
ভুবন বিজয়ী যেন নীরদ বরণে॥
কৌষিকী কুমার জিনি কুমার গঠন।
অম্বক অম্বর জিনি ও অম্ব আনন॥
অমল কোমল তনু কমল চরণ।
আজানু লম্বিত ভুজ বিনিত বচন॥
কপোলে শোভিছে কিবা শ্যামল অলকা।
হ্লাদিনী সদৃশ খেলে নয়ন তারকা॥
যে দর্পে করিত দর্প কন্দর্প আপনি।
এ রূপে বিরূপ হবে হারিবে যেমনি॥
মদন নিধনকারি দেব ত্রিলোচন।
যোগেতে যোগীর বেশে করেন ভ্রমণ॥
কি ধনে করিয়ে ধ্বংশ ঈশপশুপতি।
উন্মাদে উরগ ভূতে শ্মশানে বসতি॥
প্রতারিত রতি পতি করিয়ে নিধন।
অশন বসন ত্যেজি বিভব ভবন॥
দৈবে যদি রাম রূপ পড়ে সে নয়নে।
অরাতি মদন ভস্ম যাহার দহনে॥
কৃশানুরেতস্ ক্রোধ-কৃশানু ত্যেজিয়া।
বিমুগ্ধ হবেন তিনি এরূপ হেরিয়া॥
মরি ২ কিবা রূপ সৃজিলেন ধাতা।
কল্পান্তে কল্পনা কল্পে প্রকাশিল পাতা॥

তৃ-রা-আহা! ভাই বেস কতা গুনো বল্‌ছিলি। তুই ভাগ্‌গি নেকা পড়া শিকিছিলি, তাই কেমন অম্নি কত ছড়া বলে ফেল্লি?

দ্বি-রা-(তৃতীয় রাজ কন্যার প্রতি) তুই কিছু জানিস্?

দ্বি-রা-কৈনা !

তৃ-রা-তুই কিছু জানিস্ ভাই ?

দ্বি-রা-না; (প্রথম রাজ কন্যার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) ও বেস গান গাইতে পারে ভাই।

প্র-রা-কৈ না ভাই !

কুসু—গাইতে জানিস ত একটা গা না ভাই ?

তৃ-রা-আহা ! গাইতে জান্‌লেই একটু গুমর কত্তে হয় না কি ?

দ্বি-রা-ওর দোষ কি ? সকলই এই রকম। গান্ জান্‌লিই গুমর অম্নি সঙ্গে ২ হয়ে আচে।

প্র-রা-আমিত ভাই ভাল গাইতে পারিনি ?

তৃ-রা-তুই যা জানিস্।

কুসু—কেউ ত আর তোকে পেলা টেলা দেবেনা।

প্র-রা-তবে শোন ভাই ;

গীত।

রাগীণী ঝিঁঝিট্-তাল কাওয়ালী।

লাগিল প্রেম-অনল কামিনী মন-কাননে।
বিচ্ছেদ-অনিল তাহে, প্রবলে বহে সঘনে ॥
হৃদি-বৃক্ষে প্রাণ-পক্ষ, বিহীনে প্রণয়-পক্ষ,
হারাইল আশা-পক্ষ, দহিল স্মর দহনে ॥

নেপথ্যে—[উলুধ্বনি]

প্র-রা-ঐ বুঝি রাণী আস্‌চেন্।

(সীতা, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তিকে কাষ্ঠাসনে লইয়া ও বরণ ডালা প্রভৃতি শঙ্খ হস্তে কমলা, বিমলা, বিনোদিনী ও রাণীর প্রবেশ)

রাণী—(সকলের প্রতি) ছেলে মানুষ বরদের যেন তোরা মারিস্ টারিস্ নি ?

বিনো—(স্বগত) একটা আদটা কাণ মলে দিতে দোষ কি।

রাণী—(রামের প্রতি) বাছা! ভাল হয়ে ডঁাড়াও ত আমরা সব্বাই বরণ করি।

(রামকে সীতা, লক্ষ্মণকে ঊর্ম্মিলা, ভরতকে মাণ্ডবী, শত্রুঘ্নকে শ্রুতকীর্ত্তি ; এইরূপ কাষ্ঠাসনে লইয়া পরিবেষ্টিত বরণ করিতে২)।

বিনো—(কুসুম কামিনীর প্রতি) এই বেলা বরের কাণটা মলে দেনা ?

কুসু—(রামের কর্ণ মলিয়া, ভঙ্গিমা স্বরে) কেমন হোয়েচে! যেমন মুকু গুঁজে ছিলে ?

রাণী— করিস্ কিলা কুস্‌মি।

(সকলে বিধিমত বরণ সহকারে উলু ও শঙ্খধ্বনি)

রাণী—(চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) এসময় ভজা নাপ্তেটা আবার কোথা গেল ?

ভজ—কেন গা মাঠাকুরুণ।

রাণী—ছাঁউনী নাড়া ফুলটো এই বেলা রেখে দে?

ভজ—আজ্ঞা দিন্।

রাণী—(পুস্প প্রদান) সাবধান হয়ে রাখিস্?

ভজ—তা আর আমাকে বলতে হবে না। আমি ও কর্ম্মে খুব মজ্‌পুত।

(হস্ত সঞ্চালন সহকারে ভ্রমণ করিতে ২)

কে কোথায় ভাল মন্দ লোক থাকত সব্বাই সরে যাও? (ভঙ্গিমা সহকারে)

ছাউনি নাড়া মজার কতা, যে ছোঁবে চালের বাতা,
আমার মত হাত হবে, ভাতার পুতের মাথা খাবে,
(হস্ত নাড়িয়া) সরে যাও, সরে যাও, সরে যাও?
ভাল মন্দ যারা, সরে যাও তারা,
যে যে না যাবে, ভালোর মাতা খাবে,
ভাতারের সুখ এড়াবে, ছেলে পুলের মরা
মুখ দেখবে, সাত সতিনে ঘর করবে,
চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে।
এতে যে করিবে হিংসে, তার বাপের
মুকে হেগে দেবে মুদ্দভরাস মিন্‌সে।
ভজার দিব্বি যে না মানে, যেন সাত
জম্ম তার মাংশ শ্যাল কুকুরে টানে॥

কুসু—ভজার ভঙ্গিমে দেক্‌লে আমাদের গা জ্বলে যায়।

রাণী—(বিমলার প্রতি) চার চোকে চাওয়া চাইটে যেন ভাল করে হয়?

কম—(সকলের প্রতি) হ্যাঁ লো এই বেলা।

(তিনকড়ি পরামাণিকের প্রবেশ)

তিন—(সকলের প্রতি) এখন হয়নি গা?

বিনো—হলো বলে।

তিন—কর্ত্তা মশাই উদিকে ব্যাস্ত হয়ে হাঁকা হাঁকি কচ্চেন?

নেপথ্যে—শিগ্‌গির শিগ্‌গির নিয়ে আয়রে তিন কড়ে এ—এ—এ।

তিন—ঐ দেখ?

(যবনিকা পতন)

ষষ্ঠমাঙ্ক।



(তৃতীয়-গর্ভাঙ্ক)

(বিবাহ—প্রাঙ্গণ)

(বিশ্বামিত্র, দশরথ ও কএকজন রাজনন্দন আসীন। শতানন্দ মুনি বশিষ্ঠদেব এবং জনক ও কুশধ্বজ আসনে আসীন)

বশি—(জনকের প্রতি) একি! বরণের এত দেরি কেন?

বিশ্বা—বিবাহ রাত্রে এইরূপপ্রায় হয়েই থাকে।

জন—(ঈষদ্ধাস্যে) আজ্ঞা হাঁ।

বশি—দেরি যে অনেক হলো?

বিশ্বা—তা আর উনি কি কর্‌বেন। মেয়েদের আজ আমোদের দিন্‌ পড়েছে, তায় আবার চাড্‌ডি বরকে বরণ কত্তে হবে, তারা কি শিগ্‌গির২ ছাড়বে, এমন ত বোধ হয় না?

বশি—প্রায় ছ দণ্ড হলো যে?

প্র-রা—মেয়েদের কাছে ছ দণ্ডইবা কি, আর পোনের দণ্ডই বা কি। তারা অত ধরায় না?

(তিনকড়ি পরামানিকের সহিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

জন—এই এনেছে মহাশয়।

বশি—(তিনকড়ির প্রতি) মেয়ে চারটিকে অগ্নি পাঠিয়ে দিতে বলুগে যা?

তিন—যাই মশাই। [প্রস্থান]

(সীতা, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিকে কাষ্ঠাসনে লইয়া কতিপয় রাজকন্যার প্রবেশ)

জন—বাছারা! এইখানে সকলকে রেখে যাও?

(রাম সম্মুখে সীতা, লক্ষ্মণ সম্মুখে ঊর্ম্মিলা, ভরত সম্মুখে মাণ্ডবী, শত্রুঘ্ন সম্মুখে শ্রুতকীর্ত্তিকে পরস্পর বাম স্পার্শে রাখিয়া রাজকন্যাদিগের প্রস্থান)

বশি—(জনকের প্রতি) আর কি! সব ঠিক ঠাক্ হয়েছে ত?

জন—আজ্ঞা হয়েছে।

বশি—তবে মন্ত্র বল?

জন—বলুন।

বশি—অগ্রে রাম সীতার দক্ষিণ করদ্বয় গ্রহণ করুন?

জন—(রাম সীতার দক্ষিণ হস্ত স্ব হস্তোপরি স্থাপন করিয়া) এখন আপুনি মন্ত্র বলুন?

বশি—হ্যাঁ বল? এনাং কন্যাং সালঙ্কৃতাং অরোগিনীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে?

জন—(বাক্যানুকথিতং)

বশি—রাম! তুমি বল? স্বস্তি

রাম—স্বস্তি।

বশি—পুনরায় লক্ষ্মণ এবং ঊর্ম্মিলার করদ্বয় তদ্রূপ গ্রহণ করুন?

জন—(তদ্রূপ করিলে পর)

বশি—(উপরোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ)

জন—(তদুক্তং)

বশি—লক্ষ্মণ! তুমি বল স্বস্তি?

লক্ষ্ম—স্বস্তি।

শতা—(কুশধ্বজের প্রতি) আপনি ভরত এবং মাণ্ডবীর দক্ষিণ কর দ্বয়গ্রহণ করুন?

কুশ—(ভরত মাণ্ডবীর দক্ষিণ হস্ত নিজ দক্ষিণ হস্তোপরি স্থাপন) বলুন?

শতা—এনাং কন্যাং স্বালঙ্কৃতাং আরোগিনীং সুশীলাং বাসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে?

কুশ—(কথানুকথিতং)

শতা—ভরত। বল স্বস্তি।

ভর—স্বস্তি।

শতা—পুনর্ব্বার শত্রুঘ্ন এবং শ্রুতকীর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত তদ্রূপ ধারণ করুন?

কুশ—(তদ্রূপ)

শতা—(উক্ত মন্ত্রোচ্চারণ)

কুশ—(তদুক্তং)

শতা—শত্রুঘ্ন! তুমি বল? স্বস্তি।

শত্রু-- স্বস্তি।

(পরস্পর অন্যান্যাবলোকন)

বশি—(গাত্রোত্থানানন্তর দম্পতী দিগের বস্ত্রে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া—অগ্রে দক্ষিণে সীতা প্রভৃতি কন্যা চতুষ্টয়কে বসাইয়া বামস্পার্শে স্থাপন)

গীত।

নেপথ্যে—রাগিণী ললিত-তাল আড়াঠেকা।

কি শোভা মিথিলালয়ে রাম সীতা একাসনে।
ভরত মাণ্ডবী তাহে উর্ম্মিলা লক্ষ্মণ সনে॥
শ্রুতকীর্ত্তি শত্রুঘ্নে, যুগল রূপ মিলনে,
পাপে মুক্ত পাপি গণে. অপরূপ দরশনে।
গোলক করিয়ে শূন্য, রাবণ বধের জন্য,
অবনীতে অবতীর্ণ, হৃষীকেশ সিংহাসনে॥
কত শত যোগী জন, করিয়ে নানা সাধন,
পায় নাহি যে চরণ, কোটী কল্প অনশনে॥

জন—এঁদের এখন বাসর ঘরে পাঠিয়ে দিই?

বশি—দিন্

জন—(নেপথ্যাভিমুখে) বরেদের এখন বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও গো?

(কতিপয় রাজ কন্যা আসিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং সীতা উর্ম্মিলা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিকে অঙ্কে লইয়া জল ধারা সহকারে প্রস্থান)

(দক্ষিণান্ত অচ্ছিদ্রাবধারণ।)

জন—(কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া, সভাসদের প্রতি) আপনারা এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া ভোজন মন্দিরে গমন করুন? বহু বিধ আহারিয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে।

বশি—মহারাজ! আপনি ধন্য পুণ্যাত্মা।

"অন্ন দানেন যৎ পুণ্যং তোয় দানেন যৎ ফলং।
তত্তৎ সর্ব্বং গৃহস্থস্য কোবা বক্তুং ক্ষমোভবেৎ॥
অন্ন দানাৎ পর দানং নভূতো ন ভবিষ্যতি"।

সকলে—(গাত্রোত্থান)

(যবনিকা পতন)



(নটীর প্রবেশ)।

নটী—বিনয় বচনে বলি শুন সভাজন ?
ক্ষমা করি দোষ, গুণ করিবে গ্রহণ।
একেত অবলা বালা, তাহে জ্ঞান হীনা,
বিদ্যার সাগর প্রান্তে, পড়িয়াছে ক্ষীণা।
প্রবীণ ধুম গুণ গ্রাহী সকলে হইয়া,
কৃপায় কারবে দয়া, মোরে আশ্বাসিয়া।
কৃতাঞ্জলি হয়ে আমি, করি নিবেদন ?
বিভাবরী পোহাইল, চলিনু ভবন !
কানাকানি কিছু যশ, শুনিলে শ্রবণে ;
পুনঃ অভিনয় আমি, করিব সদনে।
নতুবা এ "রামোদ্বাহ,, করি সমাধান,
বিমুখ হইব লাজে, ফিরায়ে বয়ান ;
——————নহে প্রয়ান প্রয়ান ?

[প্রস্থান।

(যবনিকা পতন)

ইতি ষষ্ঠমাঙ্ক।

সম্পূর্ণম্।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং ভদ্রেশ্বর।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়জন হইবে তিনি মোকাম
ভদ্রেশ্বরে মূল্য সহ গ্রন্থ কর্ত্তার নিকট পত্র
লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।